ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 December, 2019 ■ আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাঞ্চনপুর ও গন্ডাছড়ায় অশান্তির কালো ছায়া, দুঃশ্চিন্তায় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। কিন্তু, কাঞ্চনপুর এবং গন্ডাছড়া রাজ্যবাসীকে চিন্তায় রেখেছে। কাঞ্চনপুরে আজকেও কার্যত বনধের পরিস্থিতি ছিলো। কারণ, সকালে ও বিকালে এক ঘন্টা করে বাজার খোলা ছিল। এদিকে, গন্ডাছড়ায় ফসল নষ্ট করে ফেলায় প্রশাসন থেকে পরিস্থিতি সামলাতে ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন করা হচ্ছে। তবুও, গন্ডাছড়ায় পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠেনি। স্বাভাবিক ভাবেই কাঞ্চনপুর ও গন্ডাছড়া মূল স্রোতে কবে ফিরবে প্রশাসন তার কিনারা করতে পারছে না। এরই মধ্যে আজ ফের কাঞ্চনপুরে নাগরিক মঞ্চ রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের দাবিতে সরব হয়েছে। কাঞ্চনপুর এবং রাইমাভ্যালির বিধায়কদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে।

গতকাল থেকে কাঞ্চনপুরে নাগরিক মঞ্চ বনধ পালন করছে। বাজারহাট খুলছেন না ব্যবসায়ীরা। আজ সকালে এবং বিকালে ১ ঘন্টার জন্য বাজার খুলেছিল। তবে, গোটা রাজ্যের সাথে কাঞ্চনপুর রীতিমতো বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আজ কাঞ্চনপুরে রেভিনিউ ডাকবাংলোতে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারীকরা বৈঠক করেছেন। মূলত, রিয়াং শরণার্থীদের বিরুদ্ধেই কাঞ্চনপুরবাসীর ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। কারণ, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বনধ চলাকালীন রিয়াং শরণার্থীদের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন কাঞ্চনপুরবাসী। গতকাল দশদায় শান্তি বৈঠকেও রিয়াং শরণার্থীদের নিয়ে ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ দেখা গেছে।

সূত্রের খবর, আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরার জেলা পুলিশ সুপার, কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক সহ পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারীকরা দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে কাঞ্চনপুরের চলমান অচলাবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকে কাঞ্চনপুরের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। নাগরিকমঞ্চের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে কাঞ্চনপুরে এই অচলাবস্থা জারি থাকবে। তিনি হতাশার সুরে বলেন, কাঞ্চনপুরবাসীর পিঠ দেয়ালে ঠেঁকে গেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, স্থানীয় বিধায়কের এই ভয়ংকর সমস্যা নিয়ে উদাসীনতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার বক্তব্য, রিয়াং শরণার্থীদের জন্য স্থানীয় বিধায়ককে ছুঁটে আসতে দেখা যাচ্ছে। অথচ, বনধ চলাকালীন উদ্বাস্তু পরিবার গুলি এখনও বাড়ি ঘড় ছেড়ে শরণার্থীর মতো জীবন যাপন করছেন। তারা আনন্দ বাজার থানা এবং পাশ্ববর্তী দুটি বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাতে স্থানীয় বিধায়কের কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এদিন নাগরিক মঞ্চের ডাকা বনধে কাঞ্চনপুরে যানবাহন চলাচল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যরত অবস্থায় সুরায় বুঁদ ডাক্তার ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস এসডিএমও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ডিসেম্বর ।। এলাকায় যখন উত্তপ্ত পরিস্থিতি চলছিল, পুলিশ চরকির মতো ঘুরছিল স্বাভাবিকতা আনার জন্য। ঠিক তখনই জনৈক মেডিকেল অফিসার মদমত্ত অবস্থায় হাসপাতাল চত্বরে। এমনটা অবিশ্বাসের মতো মনে হলেও ঘটনা একেবারে কড়ায় গন্ডায় সত্য।

ঘটনা রাতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। ওইদিন তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায় এক অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবিশ্বাসের ছায়া তৈরি। বিভিন্ন এলাকায় উত্তপ্ত পরিবেশ চলছিল। পুলিশ ব্যস্ত উত্তপ্ত পরিবেশকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার জন্য। ওই সময় কয়েকজন আহত ব্যক্তি চিকিৎসা পরিষেবা নিতে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে যায়। ঠিক তখন হাসপাতালের এমওআইসি তথা চিকিৎসক অজিত দেববর্মা মদমত্ত অবস্থায় একেবারে টইটুম্বুর হয়ে থাকে। অভিযোগ উনার সাথে কথা বলতে গেলে অশালীন আচরণ করতে উদ্যত্ত হয়। পরে এই ঘটনার প্রসঙ্গ নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, এমন কোনো লিখিত অভিযোগ আমি পাইনি। তবে মৌখিকভাবে শুনেছি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শান্তি ফেরাতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে শান্তি ফেরাতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন সিপিআইএমের। দলের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংসদে পাশ করানো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের বন্‌ধে, অবরোধের ফলে রাজ্যের কয়েকটি মহকুমায় যেসব হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত হয় এবং কোথাও কোথাও জাতি-গোষ্ঠীগত উত্তেজনা ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সেসব এলাকায় দ্রুত শান্তি, সম্প্রীতির পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এ মুহুর্তেরগ সবচেয়ে জরুরি কাজ।

সিপিআএম, ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি এবং রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বা সাংবাদিক সম্মেলন করে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি, এলক্ষ্যে রাজ্য সরকারকে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়ার জন্য জানানো হয়। শান্তি সম্প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও জনজীবন সচল করায় রাজ্য সরকার এবং শাসন জোটেরই প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে সরকারের যতটা গুরুত্ব দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা প্রয়োজন সে উদ্যোগ সর্বত্র নেই। শাসন জোটের দু'শরিক দল বিজেপি এবং আইপিএফটির নেতৃত্বের ইতিবাচক। কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালি, আমবাসা, কমলপুর, গণ্ডাছড়া, অমরপুরের কোথাও কোথাও দু শরিক দলের নেতৃত্বের এ ধরণের আচরণ দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও বিজেপি'র কোন কোনও নেতা প্ররোচনামূলক বক্তব্য রাখছেন যা শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক নয়। কোনও কোনও মহকুমায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের একাংশ নানা সুরক্ষা মঞ্চে শামিল হয়ে উত্তেজনা জিইয়ে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী দাবি জানিয়েছে অবিলম্বে রাজ্যস্তরে মুখ্যমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠান হবে আগরতলাতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। প্রতিবছরের মতো এবারও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজধানী আগরতলা বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশনের উদ্যোগে ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হবে। শনিবার আগরতলায় বালোদেশ সহকারী হাই - কমিশনের অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে সহকারী হাই-কমিশনার কিরীটি চামকা এতথ্য জানান।

বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশনার কিরীটি চাকমা জানান, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এ বছরই প্রথমবারের মতো আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সেনা জওয়ানদের স্মৃতিতে নির্মিত শহীদ মিনারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। বাংলাদেশ সরকারের তরফে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন অফিস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদি পূর্বোত্তরকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, অভিযোগ রাহুলের

'ভারত বাঁচাও'

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ।। মোদি পূর্বোত্তরকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। অসম জ্বলছে। মোদি সরকার দেশে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, যা শত্রুরাও করেনি তা মোদি করেছেন। শনিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে আয়োজিত কংগ্রেসের 'ভারত বাঁচাও' জনসভায় এমনই মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

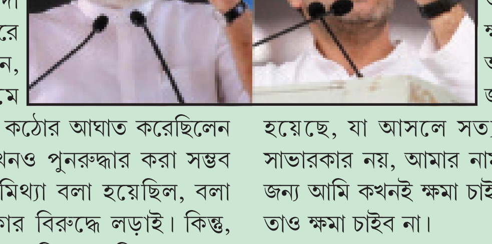

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী আরও বলেন, অর্থনীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, নোটবন্দীর মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিতে কঠোর আঘাত করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী, যা এখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আপনাদের মিথ্যা বলা হয়েছিল, বলা হয়েছিল কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু, আপনাদের টাকাই আদানি-আম্বানিকে দেওয়া হয়েছিল। নোটবন্দীর পর গব্বর সিং ট্যাক্স চালু করা হয়েছিলউ মনমোহনজি, চিদম্বরমজি সতর্ক করেছিলেন কিন্তু মোদী শোনেনি। মধ্যরাতে গব্বর সিং ট্যাক্স চালু করা হয়েছিল। গব্বর সিং ট্যাক্সের ফলস্বরূপ-বিগত ৪৫ বছরে সর্বাধিক বেকারত্ব, বর্তমানে জিডিপি গ্রোথ ৪ শতাংশে রয়েছে, যদি পূর্ববর্তী পদ্ধতি অনুসরণ করে জিডিপি পরিমাপ করা হয় তাহলে মাত্র ২.৫ শতাংশ হত।

রাহুল বলেন, সত্যের জন্য আমি কখনই ক্ষমা চাইব না। আমি মরে যাব, তাও ক্ষমা চাইব না। এদিন রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'শুক্রবার বিজেপির পক্ষ থেকে সংসদে আমাকে বলা হয়েছিল, রাহুলজি আপনার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আমাকে এমন কিছুর জন্য ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে, যা আসলে সত্য। আমার নাম রাহুল সাভারকার নয়, আমার নাম রাহুল গান্ধী। সত্যের জন্য আমি কখনই ক্ষমা চাইব না। আমি মরে যাব, তাও ক্ষমা চাইব না।

রাহুল আরও বলেছেন, কংগ্রেস কর্মীরা কাউকে ভয় পায় না, এক ইঞ্চিও পিছু হটবেন না। দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে হবে। কংগ্রেসের কেউ ক্ষমা চাইবে না। ক্ষমা চাইতে হবে নরেন্দ্র মোদীকে। দেশবাসীর কাছে ক্ষমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলতলী পঞ্চায়েত ভেঙ্গে পড়ায় স্তব্ধ উন্নয়নমূলক কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর : জাতীয় স্তরে এবং রাজ্য স্তরে রাজনীতি যেভাবেই চলুক কিংবা হউক না কেন — কৈলাসহর আছে কৈলাসহরেই। গত কিছুদিন পূর্বে কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সদস্য এবং সিপিআইএম দলের সদস্যরা মিলে পঞ্চায়েত দখল করার পর এই খবর চাউর হতেই সর্বত্র গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। এবার একেবারেই উল্টো ধামাকা।

কৈলাসহর মহকুমার চন্ডীপুর ব্লকের অধীনে ফুলতলী গ্রামপঞ্চায়েতের তিন জন বিজেপি দলের সদস্য এবং কংগ্রেস দলের সদস্য মিলে পঞ্চায়েত গঠন করেছিল। এমনকি পঞ্চায়েত গঠন করে প্রধান এবং উপপ্রধান শপথ গ্রহণ করেছিল গত ষোল আগস্ট। যদিও প্রায় এক মাস পর চন্ডীপুর ব্লকের বিডিও প্রদীপ দেববর্মা গত ২০ সেপ্টেম্বর বিজেপি দলের তিন সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়ায় পঞ্চায়েত ভেঙে যায়। নয় আসন বিশিষ্ট ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি দলের সাতজন সদস্য এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোমবাতি নিয়ে খেলতে গিয়ে আগুনে ঝলসে গেল ৮ বছরের শিশু

বিশালগড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ডিসেম্বর ।। মোমবাতি নিয়ে খেলা করার সময় আগুনে ঝলসে গেল এক শিশু। সিপাহিজলা জেলার অধীন বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর কানাইবাড়ি এলাকায় ওই শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা।

আজ সকালে বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর কানাইবাড়ি এলাকায় ৮ বছরের শিশুকন্যা গুঞ্জন ভক্ত মোমবাতি নিয়ে খেলতে গিয়ে আগুন লেগে ঝলসে গেছে। খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকলকর্মীরা ছুটে গিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। জানা গেছে, নিজ বাড়িতেই মোমবাতি নিয়ে একা একা খেলা করছিল গুঞ্জন। হঠাৎই তার জামায় মোমবাতি থেকে আগুন লেগে যায়। তার চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন নেভানো সম্ভব হলেও শিশুটির শরীরের বিভিন্ন অংশ আগুনে ঝলসে গেছে। দমকল কর্মীরা তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঁঠালতলীতে যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। আবারো রাজধানী লাগোয়া ছিনাইহানি কাঁঠালতলি এলাকায় রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে খুন এক যুবক। মৃত যুবকের নাম দিপ্তনু সরকার। বয়স ২৯ বছর। তার বাড়ি পশ্চিম ভুবনবন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার গভীর রাতে অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তি এন.সি.সি থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনীর কর্মীদের ফোন করে জানায় ছিনাইহানি কাঁঠালতলি এলাকায় রাস্তার পাশে এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পরে রয়েছে। সেই মোতাবেক দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় দিপ্তনু সরকারকে

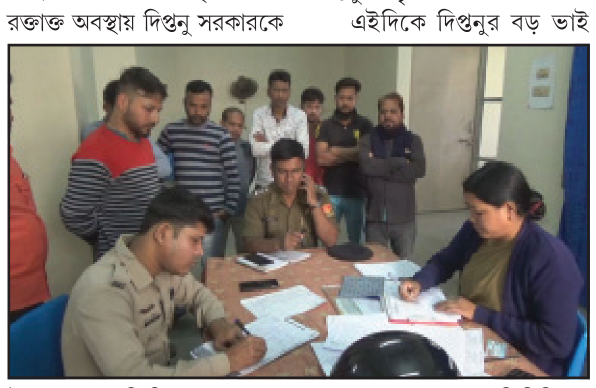

উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসকরা দিপ্তনুকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

এইদিকে দিপ্তনুর বড় ভাই চন্দন সরকার সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান শুক্রবার দিপ্তনু ছিনাইহানি এলাকায় মামার বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। সেখান থেকে রাতে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে। তিনি আরও জানান এই ঘটনায় কিছু লোক জড়িত রয়েছে বলে সন্দেহ আছে ওনাদের। সন্দেহ ভাজনদের বিরুদ্ধে তিনি থানায় মামলা দায়ের করবেন বলেও জানান। তবে দিপ্তনুকে যে খুন করা হয়েছে তা এক প্রকার স্পষ্ট।

মৃতদেহের মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাছাড়া যে স্থান থেকে দিপ্তনুর দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেই স্থানের পারিপাশ্বিক চিত্র থেকে একটা বিষয় পরিস্কার সেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্‌ধ চলাকালে কসবায় ধুম পড়েছিল বিয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। বনধে কসবা কালীমন্দিরে বিয়ের ধুম পড়েছিল। কারণ, অনেক বরযাত্রী বনধের দিন বিয়ে বাড়িতে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। অনেকে আবার বাড়িতে বিয়ের আয়োজন করতেই চিন্তায় পড়েছিলেন। তাই, গত ১১ ডিসেম্বর কসবা কমলেশ্বরী কালী মন্দিরে ২২টি বিয়ের অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশই এডিসি এলাকাতে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তাছাড়া, সময়মতো কালী বাড়িতে পৌছাতে না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় লোক আদালতে ৭৮৫টি মামলার নিষ্পত্তি, আদায় ১,৫০,৯২,৯১০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে জাতীয় লোক আদালতে ৭৮৫টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। তাতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৯২ হাজার ৯১০ টাকা মীমাংসা বাবদ আদায় হয়েছে। আজ সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরায়ও জাতীয় লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছিল। সারা রাজ্যে মোট ৫০টি লোক আদালত স্থাপন করা হয়েছিল। তাতে মোট ৫১২৫টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য নেওয়া হয়েছিল।

লোক আদালত সম্পর্কে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ বলেন, সারা দেশেই আজ জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্যাঙ্ক ঋণ, বিএসএনএল বিল বকেয়া আদায় সহ বৈবাহিক বিরোধ, মোটর যান দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ, আপোষযোগ্য বিরোধ, এনআই অ্যাক্ট, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ এবং দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য এই লোক আদালতে তোলা হবে। তিনি বলেন, লোক আদালতের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী ন্যায্য বিচার পাবেন।

ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব শুভাশিস শর্মারায় জানিয়েছেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টে লোক আদালত উপলক্ষ্যে একটি কোর্টে যান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ১৭টি আবেদনের শুনানির জন্য তোলা হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য আদালতে ব্যাংক ঋণ পরিশাধ সংক্রান্ত ১,৮৩১টি মামলা, বিএসএনএল-এর বিল পরিশোধ সংক্রান্ত বিরোধ ২,৮০০টি, এমএসিটি মামলা ১৬৬টি (হাইকোর্ট ছাড়া), আপসযোগ্য বিরোধে ১০৯টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৩৩টি মামলা, এনআই অ্যাক্টের ৪৩টি মামলা, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৫-টি মামলা, অন্যান্য আপসযোগ্য দেওয়ানি মামলা ২১টি শুনানির তোলা হয়েছে। এর মধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ ৪,৬৪১টি। এছাড়া আদালতে জমে থাকা ৪৮৪টি মামলা লোক আদালতে নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছে।

তিনি জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকৌশলীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উন্নয়নকে স্থায়ী রূপ দেওয়া ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। প্রকৌশলীদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উন্নয়নকে স্থায়ী রূপ দেওয়া। কারণ, তাঁদের মূল ভাবনাই এখন বদলে গিয়েছে। শনিবার ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-র সম্মেলনে এ-কথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

এদিন তিনি বলেন, জল, শক্তি ও জৈব বৈচিত্র্য এই তিনটি বিষয়ই আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি স্তরে বহুদিন ধরেই ত্রিপুরায় জল বন্টনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে জল সম্পদ দফতর এবং পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতর কাজ করছে। তাঁর দাবি, এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা জলশক্তি মন্ত্রক পেয়েছি। ফলে এখন জল সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর মতে, আগামীদিনে নিরাপদ জীবনের জন্য এখন প্রকৌশলীদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উন্নয়নকে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এটাই হচ্ছে এস ডি জি বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস-এর লক্ষ্য। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চল হচ্ছে জৈব বৈচিত্র্যে ভরপুর। পর্যটনের ক্ষেত্রেও আমরা এ অঞ্চলের জৈব বৈচিত্র্যের কথা বলি। এখন আমাদের এই জৈব বৈচিত্র্যকে তথা উন্নয়নকে ধরে রাখতে হলে আরও বেশী সচেতনতার দরকার এবং প্রকৌশলীরা এতে এক বিরাট ভূমিকা নিতে পারেন, যোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, এখন প্রকৌশলীদের মূলভাবনাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৬ ■ সংখ্যা ৬৭ ■ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ■ ২৯ অগ্রহায়ণ ■ রবিবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মৎস্য মারিব খাইব সুখে

মৎস্য মারিব খাইব সুখে সেই দিন আর নাই। মাছের সেই সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে এমন স্বপ্ন দেখিয়াও লাভ নাই। যে মাছ একসময় সহজে কেউ পাতে নিতে চাহিতেন না সেই মাছের দাম এখন মরাত্মক চড়া। এক সময়ের পরিত্যক্ত মাছও এখন কুলীন হইয়াছে। বাঙালীরা তো মাছ ছাড়া চোখে পথ দেখে না। কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালী। মাছের ঝোল বাঙালীর প্রাণের সঙ্গে লাগিয়া আছে। কিন্তু, মাছ তো এখন সাধারণ গরীব মানুষের নাগালের বাহিরে। কলকাতা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বাংলাদেশ হইতে মাছ আমদানী হওয়ায় তবু মাছের মুখ দেখা যাইতেছে। তাহা না হইলে ত্রিপুরায় মাছ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিত। চড়া দাম দিয়া মাছ মিলিত কিনা সন্দেহ। মাছ বাজারে বাংলাদেশের মাছকে বলা হয় লোক্যাল অর্থাৎ স্থানীয় আর চালানী মাছ যেগুলি অন্ধ্র হইতে আসে সেগুলি অন্ধ্রের মাছ নামে পরিচিত। ফরমালিন ইত্যাদি ব্যবহারের অভিযোগ উঠায় অন্ধ্রের মাছ সহজে কেউ পাতে নিতে চান না। কিন্তু, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তো সেই অন্ধ্রের মাছেরই একাধিপত্য এখনও আছে। এই অন্ধ্রের মাছ না আসিলে এরাজ্যে মাছের বাজারে আগুন থামানো যাইত না। মাছ হইয়া উঠিত দুষ্প্রাপ্য। ত্রিপুরার মাছ দিয়া সামান্যও চাহিদা পূরণ হয় কিনা সন্দেহ। শুক্রবার হাফানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে ঘটা করিয়া মৎস্য মেলা হইয়া গেল। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলিয়াছেন রাজ্যে সবচাইতে বেশী মাছ উৎপাদন হয় জনজাতি এলাকায়। রাজ্যের মাছের ঘাটতি রহিয়াছে ২৪ হাজার ১৮১ মেট্রিক টন। মাছ আমদানি করিতে প্রতি বছর পাঁচশত কোটি টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। মৎস্য চাষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে মৎস্য চাষীদের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিন বছরের মধ্যে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর করিবার জন্য মৎস্য চাষীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী। কো-অপারেটিভ তৈরী করিয়া নাবার্ড হইতে ঋণ নিয়া মৎস্য চাষে সাফল্য মিলিতে পারে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। রুদ্রসাগর, তাকমাজলা, সীমনাজলার স্থানীয় জনগণকে নিয়া মৎস্য চাষে সাফল্য মিলিবে বলিয়াও মনে করেন। তিনি আরও আশার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ধান চাষে যেখানে দশ কোটি আয় হইবে সেখানে মৎস্য চাষে আয় হইবে একশ কোটি টাকা।

মৎস্য চাষ নিয়া দীর্ঘ বাম শাসনেও কত গান শোনানো হইয়াছে। মৎস্য উৎপাদনে ত্রিপুরাবাসী কতবার যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার কথা শুনিয়াছে তাহা বলিয়া বোধহয় শেষ করা যাইবে না। বাম আমলে তো সর্বব্যাপী রাজনীতি কায়েম দিল। রাজনীতি ছাড়া তাহারা যেন কিছুই ভাবিতে পারিতেন না। এই মৎস্য কাহিনীতেও রাজনীতির থাবা আছে। রাজ্যে যতগুলি সরকারী জলাশয় আছে সেগুলি তো থাকিত ক্ষমতাসীন দলের অনুগত সিন্ডিকেটদের হাতে। তাহারা বিভিন্ন জলাশয়গুলি নিংড়াইয়া নিয়াছে। কিন্তু, সেগুলি রক্ষণা বেক্ষণ করে নাই। রাজ্যে যে কয়টি সরকারী জলাশয় আছে সেগুলিতে যদি সঠিক ভাবে মৎস্য চাষ করা হয় তাহা হইলে রাজ্যের এক বড় চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইবে। শুধু তাই নহে গত প্রায় দুই দশকে বহু বড় জলাশয়ে মাটি ভরাট করা হইয়াছে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া রাজ্যে বহু জলাশয় পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা মাটি ভরাট করিয়া অট্টালিকা উঠিয়াছে। জল, সবুজ সবই ধ্বংস হইয়াছে। মুক্ত বাতাস অক্সিজেনের অভাবে তো বিভিন্ন রোগের শিকার হইতেছে মানুষ। এই শহরের প্রাণ কেন্দ্র তুলসীবতী স্কুলের পিছনে প্রভুবাড়ী এলাকায় দুই দুইটি প্রাচীন পুকুর জবর দখল হইয়া গিয়াছে। যাবতীয় আবর্জনার স্তূপ ফেলিয়া দুইটি বিশাল পুকুর ভরাট করা হইতেছে। পুর নিগম, পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ঠুঁটো জগন্নাথ। এইভাবে দুই দুইটি বড় পুকুর বুজাইয়া কিভাবে স্মার্ট সিটি হইতে পারে এই প্রশ্নও উঠিয়াছে। এই দুইটি পুকুরই শুধু নহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পুকুর বুজাইবার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই গুরুতর সমস্যা নিরসনে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নিতে চাহিবেন। রাজ্যের প্রতিটি জলাশয়, নদী এমন কি নালা গুলিতে পর্য্যন্ত মৎস্য চাষে কাজে লাগইতে পারে। আসলে মৎস চাষে আন্তরিক উদ্যোগই বড় কথা। অন্ধ্রপ্রদেশ যাহা পারে ত্রিপুরা তাহা পারিবে না কেন। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন রাজ্যে সবচাইতে বেশী মৎস্য চাষ হয় জনজাতি এলাকায়। ত্রিপুরার সিংহভাগ এলাকাই বন্যভূমি। এইসব বন্যভূমির পাদদেশেও মৎস্য চাষ হইতে পারে। জনজাতি এলাকায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারনে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে। জলাশয়গুলি উদ্ধার করিয়া মৎস্য চাষে আন্তরিক প্রয়াস নিলে ত্রিপুরা মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইবার স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

দল বিরোধী কার্যকলাপের জেরে প্রশান্ত কিশোরকে জরুরি তলব নীতীশ কুমারের, বহিষ্কার নিয়ে জল্পনা

পাটনা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : লাগাতার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করায় এবার বিপাকে পড়তে পারেন জেডিইউ নেতা প্রশান্ত কিশোর। শোকজ করার পর খোদ নীতীশ কুমার তাঁকে জরুরি তলব করেছেন। শনিবার প্রশান্তের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা নীতীশ কুমারের। তারপরই জেডিইউতে ভোটকৌশলীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এনআরসি থেকে শুরু করে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। একের পর এক ইস্যুতে পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে গিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর। অসমে এনআরসির পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র শ্লেষে বিঁধেছেন মোদী সরকারকে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পর তাঁর কলমের ধার আরও বেড়েছে। আরও কঠোরভাবে বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসিকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের জোড়া অস্ত্র বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর ঘুরপথে তা আটকে দিতে অবিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের একত্রিত হওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। ১৬টি অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, এই বিলের বিরোধিতা করুন এবং দেশের আত্মাকে বাঁচান। তাঁর ডাকে ৫ জন মুখ্যমন্ত্রী সাড়াও দেন। এরপরই নড়েচড়ে বসে জেডিইউ শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের নেতারা পার্টিলাইন ভেঙে এই বিলের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা পাঠায় সংযুক্ত জনতা দল। শোকজ নোটিশ পাঠানো হয় প্রশান্ত কিশোরকে। এরপরই তলব করা হয়েছে প্রশান্ত কিশোরকে। সূত্রের খবর, নীতীশ কুমারের বিজেপির সাথে হাত মেলানোর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি পিকে। তারপর থেকেই দুজনের দূরত্ব বাড়ছে। এমনকী, সম্প্রতি জেডিইউয়ের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনেও অংশ নেননি তিনি। অনেকে মনে করছেন, এবার পাকাপাকিভাবে প্রশান্তের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানতে পারেন নীতীশ।

সিএএ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত জেডি(ইউ)

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরও মতভেদ অব্যাহত জেডি(ইউ)-তে।

বিষয়টি নিয়ে ফের সরব হলেন দলের সাধারণ সম্পাদক পবন কুমার। এই প্রসঙ্গে শনিবার তিনি জানিয়েছেন যে বিলটিকে সমর্থন না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে সতর্ক করেছিলেন। এই সমর্থন যে দলের নীতির বিরুদ্ধে গিয়েছে, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থনের কারণের ব্যাখ্যা দিতে হবে নীতিশ কুমারকে। এদিকে দলের এই সিদ্ধান্তে অখুশি বিহার বিধান পরিষদের সদস্য গুলাম রাসুল বলইয়ানি। এদিন এই বিলের বিরুদ্ধে গিয়ে এক সমাবেশে যোগ দিয়েছেন গুলাম রাসুল। তিনি জানিয়েছেন যে আগে তিনি ভারতীয়। পরে অন্য কিছু।

অর্থনীতি নিম্নগামী, সরকার নির্বিকার

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

বাজারে আনাজপত্রের দাম গত কয়েক মাস ধরে বেড়েই চলেছে। মুদির দোকানে চাল ডাল আটা ময়দা মশলাপাতির দামের ঊর্ধ্বগতি। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ছে না। যারা চাকরিজীবী তাদের মহার্ঘভাতা যে হারে বাড়া দরকার সেভাবে বাড়ছে না। যারা স্বপ্ন বেতনভুক তাদের দুর্দশা অসহনীয়। যারা কন্ট্রাক্টচ্যুয়াল চাকরি জুটিয়ে সংসার চালান তাদের মাইনে বৃদ্ধি নেই, মহার্ঘভাতা নেই, তাদের অবস্তা ভয়াবহ। আর যারা বেকার তাদের জন্য সরকারের কোনও দায় নেই। চাকরির রাজ্যে কোনও কবিতা নেই, সবই গদ্যময়। বেতারদের জন্য 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বলছে কোনও সংকট নেই। সরকারের অভিমত, দেশের অর্থনীতি বেশ চাঙা। অন্যদিকে অর্থনীতিবিদরা পৃথিবী নানান কেন্দ্র থেকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। 'ভারতের অর্থনীতি নিম্নগামী। বেকারত্ব বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে সুরাহার পদক্ষেপ নিক।' কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিবর্গ দিনের পর দিন বলে যাচ্ছেন, ভারতের অর্থনীতি নিম্নগামী নয়, চিন্তার কোনও কারণ নেই। দেশীয় ও বিদেশীয় অর্থনীতিবিদদের মতামতকে কেন্দ্রীয় সরকার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। অথচ নিত্যনৈতিমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ই যাচ্ছে। দেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।

বিস্ময়কর অবস্থা হচ্ছে জিডিপির সূচক যখন ক্রমাগত নামছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার বলছে জিডিপি সূচক ভুলে ভরা। জিডিপির সূচক যাঁরা তৈরি করছেন, তাঁরা সর্বদেশের প্রেক্ষাপটেই অর্থনীতির মানদণ্ডেই তা স্থির করেছেন এবং তার ভিত্তিতে রয়েছে বিজ্ঞান। সেই স্বীকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক জিডিপিকে উড়িয়ে দিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে উড়িয়ে দিয়ে, বেকার সংখ্যাবৃদ্ধিকে উড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে কোথায় নিয়ে যেতে চান,সেটাই সাধারণ মানুষ আজকে জানতে চায়। কিছুদিন আগে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুরে লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, আগামী ভবিষ্যতের আর্থিক অবস্থার বিচারে জিডিপির কোনও ভূমিকাই থাকবে না। তাই আর্থিক মন্দা যেটুক আছে তার নিরসনে চাই আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং সেই সঙ্গে উচ্চবিত্তদের আয়কর হ্রাস। কেন্দ্রীয় সরকার তৃতীয় এখটি মোক্ষম পদক্ষেপও নিতে চলেছে। সেই পদক্ষেপ হচ্ছে বিলগ্নিকরণ। কিছু সরকারি সংস্থা যেমন এয়ার ইন্ডিয়া, শিপিং কর্পোরেশনের মতো সরকারি সংস্থাকে বিক্রি করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রচুর অর্থ মজুত হবে। তার ফলে দেশের উধর্বগতি অবধারিত। কিন্তু এই নীতি ভ্রান্ত বলেছে জনজাগরণ মঞ্চ।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের এই কর্মধারার সঙ্গে খ্যাতিমান কোনও অর্থনীতিবিদই সহমত নন। অধুনা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ড. অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকবারই ভারতের অর্থনীতিক মন্দার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অভিজিৎবাবু দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য দূরীকরণ নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পদক্ষেপ র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল টেস্ট পদ্ধতি দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি জিডিপির ক্রমাগত অবক্ষয় ভারতের উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকারক বলে হুঁশিয়াকি দিয়েছেন। তিনি তাঁর এই অভিমতের কথা ভারবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানতিক নীতি টাল খেয়েছে বলে মনে হয় না। অভূতপূর্ব এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ভারত চলছে।

জিডিপি অর্থাৎ গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্টেরহার ৪.৫ শতাংশে নেমে এসেছে একথা বিজ্ঞাপিত হবার পরেও কেন্দ্রের শাসক দলের কোনও হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। তাদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে নাতি জিডিপির কোনও প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে আদে জিডিপি ছিল না, ১৯৩৪ সালের আগে জিডিপির কোনও অস্তিত্বই ছিল না। তা বলে কি কোনও দেশের উন্নয়ন আটকে ছিল? ছিল না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতেও জিডিপিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। এই নতুন তত্ত্ব কোনও অর্থনীতি স্বীকৃত তত্ত্বই নয়, নিতান্তই একেপেশে একটি মতাদর্শ মাত্র। যে মতাদর্শ বিষয়কে লঘু করে মাত্র।

স্বীকৃত অর্থনীতিবিদ ড. কৌশিক বসু, যিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে এবং পরে আইএমএফের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন যে ভারতের অর্থনীতি নিম্নগামী। বর্তমানে শিল্পোৎপাদন তলানিতে এসে ঠেকেছে কারণ চাহিদা কমেছে। দেশের বাজারে বা বিদেশের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা যদি না থাকে তবে শিল্পপতিরা উৎপাদন কমাবে। উৎপাদন কমাতে গেলে কারখানোর কাজের সময় কমবে, শ্রমিক ছাঁটাই হবে। শ্রমিকরা কাজ হারাবে। বেকারের সমখ্যা বাড়বে। বেকার মানুষেরা কেনাকাটা করার আর্থিক ক্ষমতা হারাবে। ফলে দেশের বাজারে বিক্রি কমবে, মন্দা দেখা দেবে। ড. কৌশিক বসু বলেছেন যে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে এবং খনিজ উৎসাদনেও উদ্বেগজনভাবে হ্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই চাহিদা কম, ক্রেতার সংখ্যা কম। বিদেশির বাজার ধরা গেলেও বিক্রি বাড়ে রফতানি বাড়ে। কিন্তু সেখানেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই সমস্যা গুরুতর। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। উৎপাদন বাড়াতে হবে, রফতানি বাড়াতে হবে।

ড. মনমোহন সিং কেবল ভারতের প্রাক্তন মন্ত্রী তিনি একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। একমসয়ে তিনি ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনরও ছিলেন। ভারতের অর্থনীতির সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই তার চর্চার মধ্যে। তিনি ভারতের অর্থনীতির সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই তার চর্চার মধ্যে। তিনি ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে চরম 'ত্রাসজনক' বলে মন্তব্য করেছে। তিনি বলেছেন যে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হ্রাসের হার উদ্বেগজনক। তিনি আরও বলেছেড়,দেশের আর্থিক উন্নয়নের হার যেখানে ৮ শতাংশ আশা করা হয়েছে, সেই উন্নয়নের হার না বেড়ে নেমে এসেছে ৪.৫ শতাংশে। দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৪.৫ শতাংশকে কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই ভারতের উন্নয়ন নিয়ে বিশ্বে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই প্রশ্ন থাকতে দেওয়া হল বিদেশি বিনিয়োগ ভারতে আসা নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে। বিশ্বের বিনিয়োগ হার রক্ষাকারী সংস্থা ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার যে কমবে তার আগাম জানিয়েছিল। সেই বিষয়ে সতর্ক না হয়ে ভারতবাসীকে বড় অর্থনীতির স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। সেই স্বপ্নটা কী ? সেই স্বপ্ন হচ্ছে ২০২৪ সালে ভারতের অর্থনীতিকে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই স্বপ্ন পূরণ করবে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার। জিডিপি যদি ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ৪.৫ শতাংশে দাঁড়ায় তবে কোন জাদুবলে ২০২৪ সালে অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেই অর্থনীতি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার স্পর্শ করবে তা জানা খুবই জরুরি। কেননা অর্থনীতি একেবারেই বাস্তব বিষয়, এর মধ্যে কোনও জাদু বা বুজরুকির কোনও স্থান নেই।

বাজারে গুজব ছাড়াচ্ছে এই বলে যে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্দির (জিডিপি) হার তলানির দিকে যাওয়ায়, তাকে উপরের দিকে তুলতে আবার সুদের হার কমাতে তৎপর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই নিয়ে শিল্পক্ষেত্রে স্বল্প সুদে ঋণ জোগাতে সুদের হার কমাতে অন্ত পাঁচবার রেপো রেট কমিয়েছে রিজাভত ব্যাঙ্ক। কিন্তু তার পরিণামে প্রার্থিত উৎপাদন বাড়েনি। শুধু গত ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরে রেপো রেট ৬ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৫.১৫ শতাংশ। আবার সেই রেপো রেট কমানোর কথা উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখে তবু একই 'রা'। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন যে জিডিপি একটু কমেছে ঠিকই তবে তাতে দেশে মন্দা বলেকিছু নেই। প্রয়োজনীয় আনাজপাতি ও জিনিসপত্রের দাম তেমন কিছু বাড়েনি। অথচ ৪ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশ পেঁয়াজের দাম ১৫০ টাকা প্রতি কেজি কলকাতার বিভিন্ন বাজারে। ১ ডিসেম্বর লোকসভায় বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন যে জিডিপি কোনও বাইবেল বা মহাভারত নয়। এই বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনর হিসেবে গত ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করেছে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আমলা শক্তিকান্ত দাসকে। তাঁর দাযিত্বগ্রহণেণ পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাঁচবার রেপো রেট কমিয়েছে। গর্ভনর শক্তিকান্ত দাস স্পষ্ট করেই বলেছেন যে জিডিপির হার না বাড়া পর্যন্ত প্রয়োজনে রেপো রেট কমানো সঙ্গত। তাঁর মতে ভারতের শিল্পকে চাঙা করতে গেলে স্বপ্ল সুদে ঋণ দিতে হবে। সুদেরহার আরও কমালে শিল্পপতিরা আরও প্রলুব্ধ হবে। এই ঋণ শিল্পে নিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু বাজারে চাহিদা বাড়াবার কোনও মন্ত্রের কথা গর্ভনর শক্তিকান্ত দাস জানাননি। বাজারে চাহিদা না বাড়িয়ে বারে বারে শিল্পপতিদের স্বল্পতম সুদে ঋণ বিলিতে শিল্পে উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা কম, একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। অন্যদিকে সরকার অনাদায়ী ঋণ মকুব করার নীতি গ্রহণ করেছে। এতে কার লাভ? এতে কি শিল্পক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ফেরার সম্ভাবনা কতটুকু? হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শিল্পপতিরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিদেশে গিয়ে বহাল চবিয়তে জীবনযাপন করছে। কেউবা অন্যদেশে নাগরিক হয়ে গিয়ে ভারতের ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করার নামই করছে না। এইসব দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশে শিল্পের পরিবেশ ও পরিসর বিনষ্ট করা। শিল্পের সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী কার্যক্রম বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও কোনও দল শিল্পপতিদের থেকে তহবিল সংগ্রহে তৎপর। এই তৎপরতা শিল্পের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এই ধরনের বহু বিষয় একত্রিত হয়ে আজকে শিল্পের সচলতায় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আঘাত হানছে। উৎপাদন কমছে কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। ফলে চাহিদা কমছে, কারণ সাধারণ মানুষের ক্রময়ক্ষমতা কমের দিকে। জিডিপি কমার কারণের মধ্যে এই সবকিছু এসে জড়ো হয়েছে। তার ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ। আনাজপাতি, চাল ডালের দাম বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হেলদোল নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ব্রিটেনে ভোটের আঁচে নতুন হিসাব

সঞ্জয় দাশগুপ্ত

নয় নয় করে দু'-দশকেরও কিছুটা বেশি সময় কাটিয়ে ফেললাম এই দ্বীপে, কিন্তু কথাটা এভাবে কখনও মনে হয়নি। ব্রিটেনে কখনও ভূমিকম্প হয় না। ব্রিটিশ আইলস নামে পরিচিত, সমুদ্রের বুকে এই দ্বীপপুঞ্জে ঝড় আসে, সৃষ্টি তো নিত্যসঙ্গী, কিন্তু বড়রকমের কোনও ভূমিকম্পের খোঁজ পেতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে ১৩৫ বছর আগের দক্ষিণ পূর্বের কোলচেস্টার শহর। 'গ্রেট ইংলিশ আর্থকোয়েক'। কোনও কোনও হিসাব বলে, বিশ সেকেন্ডের সেই ভূকম্পনে কোলটেস্টার এবং আশপাশের গ্রামে জনা পাঁচেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। আবার অনেকের মতে, এ হিসাব ভুল, মারা কেউই যাননি, তবে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অনেকেরই।

গত চার দশকে ব্রিটেনে যে ভুমিকম্পগুলি হয়েছে, সেগুলির গতিপ্রকৃতি অন্যরকম। সেগুলি ঘটেছে নীরবে। রাজানীতির অঙ্গনে। ব্যালট বাক্সের সুরক্ষিত পরিসরে। বাক্সগুলির দিকে আলাদা করে সেভাবে দৃষ্টিপাত করিনি কখনও। গতকালও তো একটির মধ্যে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিলাম ভোটের কাগজটা। নিতান্ত আটপৌরে চেহারার, মাঝারি আকারের, তালাবন্ধ কতকগুলো কালো বাক্স। কিন্তু তাদের সম্মিলিত স্পন্দন কী সাংঘাতিক। পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি, শুধু এই দেশ বলে নয়, সারা দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক রাজনীতির যে-ইতিহাস, সেই ইতিহাসের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দু'টি এতগুলি কবরের কাগজ, এতগুলি টেলিভিশন চ্যানেল, এতজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক, নেতা---সকলের হিসাবনিকাশ এক ধাক্কায় তছনছ করে দেওয়ার ক্ষতা ধরে সেই স্পন্দন। গত চার দশকের ব্রিটেনে তিনটি রাজনৈতিক ভূমিকম্প ঘটেছে---১৯৭৯-এ মার্গারেট থ্যাচার, ১৯৯৭-এ টোনি ব্লেয়ার, আর ২০১৯-এর এই ডিসেম্বর মাসে বরিস জনসন।

কাগজে-কলমে অঙ্কটা এইরকম। বৃহস্পতিবার সাধারণ নির্বাচনের ভোট হয়েছে দেশজুড়ে। ভোটগণনার পর দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের নেতৃত্বে বর্তমান শাসক দল কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ৩৬৫টি আসন। 'হাউস অফ কমনস'-এর মোট আসন সংখ্যা ৬৫০। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আনে ৩২৬টি আসন। তাই বরিস জনসনের নেতৃত্বে ৪০ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (পরিসংখ্যান সূত্র 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস', ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে ৯টা) নিয়ে ফিরে এসেছে কনজারভেটিভ পার্টি। সবচেয়ে বড় কথা, বিদায়ী সংসদে কনজারভেটিভ পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, ছিল ৩১৭টি আসন। তাই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথমে থেরেসা মে, এবং তারপর বরিস জনসন প্রতি পদে নির্ভরশীল হয়ে পনেছিলেন, জোটসঙ্গী উত্তর আয়ারল্যান্ডের 'ডিইউপি'-র (ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টি) দশজন নির্বাচিত সাংসদের সমর্থনের উপর। এবার নিজের হাতে গড়া একটি বড় মাপের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসার ফলে ক্ষমতার অলিন্দে বরিস জনসনের অনেক স্বচ্ছন্ন ও দৃপ্ত পদচারণা দেখা যাবে বলে অনেকের ধারণা। দেশের রাজনীতির উপর, বিশেষত 'ব্রেক্সিট', মানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বিদায় নেওয়ার প্রক্রিয়াটির উপর এর প্রভাব কী হবে, সে প্রসঙ্গে আসছিল একটু পরে। তার আগে একঝলক দেখে নেওয়া যাক বিরোধী দলগুলির অবস্থা।

১৯৮৩ সালে, ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট গো-হারা হেরেছিলেন লেবার পার্টির বামপন্থী নেতা মাইকেল ফুট। এতদিন সেটাকেই বলা হত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে লেবার পার্টির সবচেয়ে খারাপ নির্বাচনী ফলাফল। দল কেন ভোটে এত বিশ্রীভাবে হারল, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেদিন, লেবার পার্টিরই একজন সাংসদ, জেরাল্ড কাউফম্যান, তাঁর দলনেতার সমালোচনা করে বলেছিলেন, মাইকেল ফুট যে গভীরভাবে বামপন্থী নির্বাচনী ইস্তাহারটি হাতিয়ার করে ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ব্রিটেনের মতো দেশে তা রাজনৈতিক আত্মহত্যার সমার্থক। নিজের দলের রাজনৈতিক ইস্তাহারটির যে-বর্ণনা জেরাল্ড কাউফম্যান সেদিন দিয়েছিলেন, তা ব্রিটেনের বহু-উদ্ধৃত রাজনৈতিক কিংবাদন্তিগুলির একটি দ্য লংগেস্ট সুইসাইড নোট ইন হিস্ট্রি---ইতিহাসের দীর্ঘতম আত্মঘাতী খসড়া। সেই নির্বাচনে মাইকেল ফুটের লেবার পার্টি পেয়েছিল ২০৯টি আসল। গতকাল জেরেমি করবিনের নেতৃত্বে লেবার পার্টি জিতেছে ২০৩ টি আসন। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের অন্যতম প্রখর বামপন্থী বুদ্ধিজীবী রূপে যাঁর নাম করা হয় একনও, সেই মাইকেল ফুটকে সরিয়ে, অতলান্ত রাজনৈতিক ব্যর্থতার তালিকায় সবচেয়ে বিয়োগান্তক শিরোপাটি এখন থেকে জেরেমি করবিনের।

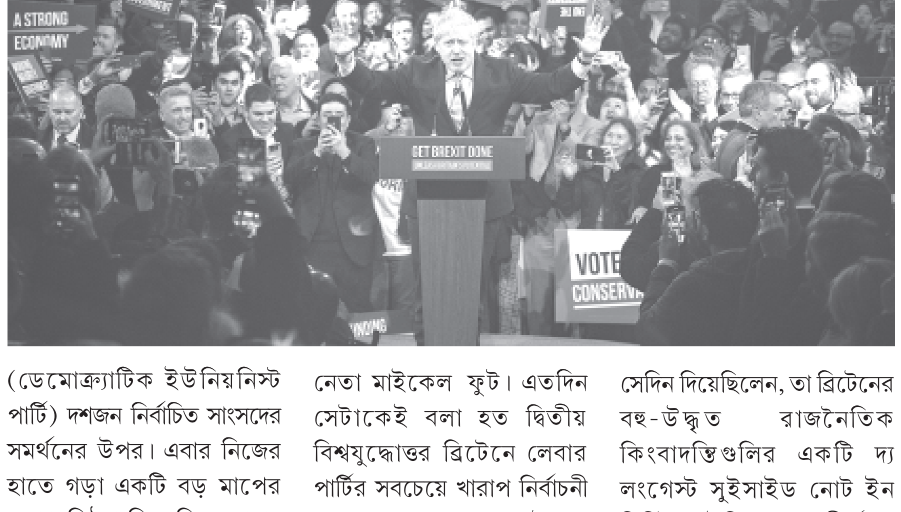

মাইকেল ফুটের মতোই ইনিও আদ্যন্ত বামপন্থী। লেবার পার্টির বাঁদিকের প্রায় শেষপ্রান্তে ছিল জেরিমি করবিন এবং তাঁর সমর্থকরা। তাঁরা বলছেন, এই নির্বাচনে আসলে ছিল একটাই ইস্যু--- ব্রেক্সিট। এবং সাধারণ নির্বাচনকে প্রকারান্তরে আরেকটা 'ব্রেক্সিট ভোট' করে ফেলাতেই কনজারভেটিভদের রাজনৈতিক সাফল্য।

একথাটা সম্পূর্ণ সত্য হয়তো নয়, লেবার পার্টির অজুহাত। আবার যুক্তির দিকটাও অস্বীকার করা যায় না। বরিস জনসনের নির্বাচনী স্লোগান-ই ছিল 'গেট ব্রেক্সিট ডান'— ব্রেক্সিট করেই ফেলা যাক। তবে এও মানতে হবে, সাধারণ নির্বাচনে ব্রেক্সিট যে জলবিভাজিকা হয়ে উঠতে চলেছে। সেটা অনেক আগেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছিল। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

ভারতের এনআরসি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি : বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৪।। ভারতের এনআরসি আমাদের (বাংলাদেশ) সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শনিবার সকালে রাজধানী ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে দলীয় নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি মহাসচিব এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ভারতের এনআরসি যে বিষয়টা আমরা প্রথম থেকেই বলছি, আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং এনআরসি আমাদের স্বার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি বলে মনে করছি। অতীতেও আমরা উল্লেখ করেছি, আজকে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে- এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র উপমহাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, সংঘাত সৃষ্টি করবে। এবং রাজনীতির যে মূল বিষয়গুলো ছিল উদারপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনীতি, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি সেই বিষয়গুলো ধ্বংস করে দিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ ধরনের প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের যিনি ঘোষণা দিয়েছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজকে তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, বুদ্ধিজীবী যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের যিনি ঘোষণা দিয়েছেন তার সহধর্মিনী, তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, বন্দি হয়েছেন, তাকে (খালেদা জিয়া) আজকে কারাগারে থাকতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে চেতনা, আমাদের স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকার আজকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। তারা বাংলাদেশের অর্জনগুলোকে, জাতির অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছে। আমরা আজকে একটা গণতন্ত্র বিহীন, জনগণের অধিকার বিহীন একটা অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছি। বিএনপির এ নেতা বলেন, আজকে যখন আমাদের নেত্রী কারাগারে, যখন আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মী কারাগারে, মিথ্যা মামলায় আজকে গণতান্ত্রিক দলগুলোকে স্তব্দ করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে, বিএনপিকে যখন নির্মূল করার চেষ্টা হচ্ছে সেই সময়ে আজকে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা সমস্ত জাতির ঐক্য। আজকে সম্পূর্ণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সবাইকে সংগ্রাম করতে হবে। মির্জা ফখরুল আরও বলেন, আজকে আমাদের এই দিনে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পথ অনুসরণ করে দেশের স্বাধীনতাকে স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করবার জন্যে, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাদের সংগ্রামের আরও গতি বাড়াব, সংগ্রামকে আরও বেগবান করব। ইনশাআল্লাহ, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিজয় অর্জন করব।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্যোক্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৪।। বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার সকালে ঢাকার মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভে প্রথমে রাষ্ট্রপতি ও পরে প্রধানমন্ত্রীর শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এসময় দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি গভীর সম্মান জানিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন আবদুল হামিদ ও শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল এ সময় শহীদদের প্রতি সশস্ত্র সালাম জানায়। বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিছুসময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে দলীর কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শেখ হাসিনা। পরাজয় নিশ্চিত জেনে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশকে মেধাশূণ্য করতে প্রখ্যাত শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, লেখক, সাংবাদিকসহ দুই শতাধিক মেধাবী বাঙ্গালিকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী। মেধাবী বাঙ্গালিদের বাড়ি থেকে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। পরে তাদের মরদেহ রাজধানী ঢাকার রায়েরবাজার ও মিরপুরসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে ফেলে দেয়া হয়। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ঠান্ডা মাথায় এ গণহত্যা চালায়। এরপর থেকে দিনটি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

শর্তসাপেক্ষে খুললো বাংলাদেশের সিলেটের তামাবিল ইমিগ্রেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৪।। অবশেষে শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশের সিলেটের তামাবিল ইমিগ্রেশন দিয়ে ভারতে যাতায়াত শুরু হয়েছে। শনিবার দুপুর থেকে যাত্রীরা যাতায়াত করছেন বলে জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তামাবিল ইমিগ্রেশনের এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, শর্তসাপেক্ষে ভারতে ঢুকতে দিচ্ছে সে দেশের ইমিগ্রেশন। তারা বলছে, কারফিউ অবস্থা কিছুটা শিথিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটকদের যেতে দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যিনি বা যারা যেতে ইচ্ছুক তাদের যাওয়া-আসা করতে হবে নিজ দায়িত্বে। ওই কর্মকর্তা বলেন, শনিবার সকাল থেকে ৩৫ জন পর্যটক ভারতে প্রবেশ করেছেন। আর সে দেশ থেকে ফিরেছেন ৬০ জনের মতো।

সিলেট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বিশেষ শাখা ও মিডিয়া) আমিনুল ইসলাম ডাউকি হয়ে যাতায়াত শুরুর বিষয়ে বলেন, কারফিউ শিথিল হওয়ার কারণে সে দেশের ইমিগ্রেশন যাত্রীদের অ্যালাও করছে। এ কয়দিন তারা যেতে দেয়নি। এছাড়া সীমান্ত দিয়ে রপ্তানিও হচ্ছে। এর আগে নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ শুক্রবার সকাল থেকে সিলেট সীমান্তের তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দেয়। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে উত্তাল ভারতের মেঘালয় রাজ্যে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। পূর্বঘোষণা ছাড়া সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ায় পর্যটকসহ ভারতে ব্যবসার কাজে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের বাধার মুখে পড়তে হয়। শুক্রবার থেকে দুই শতাধিক পর্যটক এ স্থলবন্দর হয়ে ভারতে যেতে না পেরে ফিরে গেছেন।

এনআরসি ও সিএএ নিয়ে দিদিমণি কেন্দ্রের মতো দ্বিচারিতা করছেন বলে কটাক্ষ সূর্যকান্তের

বাঁকুড়া, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স) : জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে সহমত পোষণ করছেন দিদি আর বাইরে বিরোধীতা করছেন বলে দাবি করেছেন সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র।

শনিবার বাঁকুড়ার কমরার মাঠে আয়োজিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র জানিয়েছেন, ”জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জুটি যা ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে সারা পূর্বাঞ্চল জ্বলছে। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এনআরসি ও সিএএ নিয়ে মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছেন। দ্বিচারিতা করছেন। তাই বিজেপি বা তৃণমূল কারো উপর ভরসা করবেন না। আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে অভয় দিচ্ছি একটা লোককেও ওরা দেশ থেকে তাড়াতে পারবেন না।”

তিনি আরও বলেন, মোদী-শাহ জুটি এখন সিএবির নামে যা বলছেন সবই ধাপ্পা দেওয়া কথাবার্তা। আমরা এ রাজ্য থেকেই শুধু নয় সারা দেশ থেকেও একটা লোককেও দেশছাড়া হতে দেব না। ১০-১৫ বা ২০ টা লোককে তাড়ানো যায় কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাড়ানো যায় না। আমরা তা হতে দেব না। মানুষের উপর জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না বলে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, দেশে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করবেন না। ধর্মের ভিত্তিতে যেভাবে বিভাজন তৈরি করতে চলেছেন তার ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে। কমিউনিস্টরা সবসময় বঞ্চিত মানুষদের পাশে থেকে লড়াই করেছে। আজও করব।

কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল পরিচালিত সরকারের কঠোর সমালোচনা করে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, দিদিমণি সিএবি”র বিরোধিতা করছেন। অথচ এনআরসি তৈরি করার জন্য যে রেজিস্টার করার প্রয়োজন সেই রেজিস্টার শুরু করার নির্দেশ তিনি দিয়ে রেখেছেন এছাড়াও ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির জন্য জায়গাও চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছেন ! এই বাংলায় একটাও ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। যদি কোথাও তা তৈরি হয় তাহলে আমরা সেগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব বলে তিনি হুঙ্কার দেন। এদিন কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পর্যালোচনাও করেন তিনি। ১৯২০ সালে রাশিয়ার তাশখন্দ বসে মানবেন্দ্র রায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সূর্যকান্ত মিশ্র। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমীয় পাত্র, প্রাক্তন মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম, দলের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অজিত পতি সহ জেলা নেতৃত্ব।

রাজ্যজুড়ে শান্তি বজায় রাখার আবেদন সোমেনের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আবেদন আন্দোলনের নামে কেউ ধ্বংসাত্মক কাজ করবেন না। শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র এই আবেদন করেছেন।

সোমেনবাবু বলেন, “কংগ্রেস অহিংস এবং সত্যাগ্রহের পথেই আন্দোলন চালাবে। কংগ্রেসের ব্লকের নেতাদের কাছে অনুরোধ সবাই দলের পতাকা নিয়ে এই অসাংবিধানিক নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করতে লাগাতার আন্দোলনে থাকুন। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং নিম্নগামী অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন।“

এদিকে, আচমকা তিস্তা তোর্ষা বাতিল হয় যাওয়ায় সঙ্কটে পড়েন বহু যাত্রী। যাত্রী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ি রানীনগর স্টেশন। বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। ধূপগুড়ি বাসিন্দা আশিস কুমার সরকার ৩৬ জন কনে যাত্রী নিয়ে তিস্তা তোর্ষাতে যাচ্ছিলেন নৈহাটিতে। আচমকাই ট্রেন বাতিল হওয়ায় মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে এই পরিবারে।

অনুপ্রবেশকারীদের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের হিংসাত্মক প্রতিবাদ নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবারের পর শনিবারও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে অশান্তি অব্যাহত পশ্চিমবঙ্গে । যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তথা রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি সরাসরি বলে দিলেন, “তৃণমূলের হয়ে যারা ভোট লুঠ করে, রিগিং করে, সেই অনুপ্রবেশকারীদের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।” দিলীপ ঘোষ কটাক্ষ করে বলেছেন, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় শিল্প নিয়ে যখন মোচ্ছব করছেন, সেই সময় রাজ্যের অন্যপ্রান্তে আগুন জ্বলছে। মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, যারা ভোট লুট করে তৃণমূলকে জেতায় তারাই পথে নেমেছে। ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তায়। যে অনুপ্রবেশকারীরা ভোটের দিন বুথ দখল, রিগিং-এ সাহায্য করে, তারাই এখন রাস্তায় নেমে আগুন ধরাচ্ছে। সাংবিধানিক সংকট তৈরি করছে। মমতা পরিস্থিতিকে দমন করতে পারছেন না বলেও অভিযোগ করেন দিলীপ ঘোষ।

দিলীপ ঘোষ বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুসরণ করছেন ১৯৪৬ সালকে। যেভাবে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় ভয় দেখানো হয়েছিল, সেই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং করে ভারতকে ভাগ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, একই ভয় দেখিয়ে বছর দশেকের বেশি সময় আগে তসলিমা নাসরিনকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেছেন, আইনশৃঙ্খলায় পুলিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় সেনা নামানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যেভাবে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি করা হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষ মেনে নেবেন না। দিলীপ ঘোষের প্রশ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর কত নিচে নামবেন। বাংলার স্বার্থে নতুন আইনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।দিলীপ ঘোষ বলেছেন, যাঁরা ওপার বাংলা থেকে অত্যাচারিত হয়ে ৫০, ৬০, ৭০ বছর আগে এদেশে, এই বাংলায় চলে এসেছিলেন, তাঁদের স্বপ্নকে সফল করেছেন মোদী। এতদিন তাঁরা ভয়ে ভয়ে বেঁচে ছিলেন। এবার তাঁরা সাহস করে বাঁচবেন।

শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন সুখবীর

চন্ডীগড়, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন সুখবীর সিং বাদল। এই নিয়ে তৃতীয়বার তিনি এই পদে বসলেন। দলের ৯৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অমৃতসরে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ৬০০ প্রতিনিধি। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ সিং বাদলের পুত্র তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে দলের সভাপতি পদের জন্য বেছে নেন। বর্তমানে ফিরোজপুরের সাংসদ হলেন সুখবীর।

এদিনের সভায় শিরোমণি আকালির দলের সভাপতির জন্য জাথেন্দর দাস বছর ৫৭-র সুখবীর সিং বাদলের নাম প্রস্তাব করেন। পরেই তাঁর নামই সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। ফলে বাদল পরিবারের হাতেই রইল দলের রাশ।ণ

অন্ডালে নামবেন প্রধানমন্ত্রী, দেখা করবেন রাজ্য বিজেপি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে

দুর্গাপুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): এনআরসি ও সিএএ বিরুদ্ধে উত্তাল গোটা রাজ্য। তার মধ্যেই রাজ্যে পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। রবিবার ঝাড়খন্ডে নির্বাচনী প্রচারে যাবেন তিনি। ওদিন দুপুর নাগাদ অন্ডাল বিমানবন্দরে নামবেন। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ঝাড়খন্ড যাবেন। ওদিন অন্ডাল বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে রাজ্য বিজেপির প্রতিনিধি দল। থাকবে বিজেপির আসানসোল, বর্ধমান, কাটোয়া জেলার সভাপতি। আসানসোল জেলার পর্যবেক্ষক।

প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকবেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী। সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ মিনিটের মতো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় থাকবে। বিজেপির আসানসোল জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘড়ুই জানান,’সিএএ নিয়ে রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা যেভাবে নষ্ট হচ্ছে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে। সেসব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানানো হবে।’

বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, ’প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে আমাদের জানানো হয়েছে আগামীকাল দুপুর একটায় প্রধানমন্ত্রী অণ্ডাল বিমানবন্দরে নামবেন। সেখানেই আমরা তাঁর কাছ থেকে সময় চেয়েছি। রাজ্যজুড়ে যে অশান্তি চলছে তার একটি রিপোর্টও প্রধানমন্ত্রীকে তুলে দেব।’ উল্লেখ করা যেতে পারে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর শুক্রবার থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় রাস্তা ও রেল লাইন অবরোধ করে, আগুন জ্বালিয়ে, যানবাহন ভাঙচুর করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শনিবারও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ চলছে। এই পরিস্থিতিতে আগামীকাল ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী প্রচারের যাওয়ার পথে রাজ্যে কিছুক্ষণের জন্য আসছেন নরেন্দ্র মোদি।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত লোক আদালত। ছবি- নিজস্ব।

আসবাবের দোকানে আগুন, ঘটনাস্থলে পুলিশ

ঝাড়গ্রাম, ১৪ ডিসেম্বর (হি: স): বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই একটি কাঠের আসবারের দোকান। শনিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের আসনবনী গ্রামে ঘটেছে। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানে থাকা লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে দোকানের মালিক রাজীব কাঁড় দোকান খুলতে এসে দেখেন ভেতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বাইরে থেকে বেরিয়ে আসছে ঘন কালো ধোঁয়া। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর খরব দেওয়া হয় গোপীবল্লভপুর থানায়। খবর পাওয়ার পরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেন। তবে ঠিক কি কারণে আগুন লেগেছে তা এখনো জানা যায়নি। প্রথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়েছে। এই অগ্নিকান্ডে কেউ হতাহত হয়নি।

মুর্শিদাবাদ জুড়ে চলছে বিক্ষোভ, কৃষ্ণপুর স্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল ট্রেনে

লালগোলা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবারের পর শনিবারও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে অশান্তি অব্যাহত পশ্চিমবঙ্গে । রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল থেকে চলছে বিক্ষোভ । সেখানে আজ স্টেশনে ভাঙচুর সহ একাধিক ট্রেনে আগুন লাগানো হয়েছে। শনিবার লালগোলা স্টেশনে লাগানো হল আগুন। এরপর কৃষ্ণপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ৪টি ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দিল এক দল বিক্ষোভকারী। দাউ দাউ করে জ্বলছে ট্রেনের একাধিক বগি। পুলিশ বা দমকল কাউকেই ততর হতে দেখা যায়নি।

এদিন উত্তেজনা ছড়াল জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে । প্রতিবাদীরা জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান । নিমতিতা, বাসুদেবপুর স্টেশনে চলে ভাঙচুর । অন্যদিকে, সাজুর মোড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে একটি সরকারি বাসে ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভকারীরা । অবরোধ বিক্ষোভের জেরে স্তব্ধ সড়ক ও রেল পরিষেবা । বিক্ষোভের দীর্ঘক্ষণ জঙ্গিপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস । ফরাক্কা ও মালদায় একাধিক ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে । উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদকে শান্ত করতে তৎপর প্রশাসন । কিন্তু, এখনই কড়া হাতে মোকাবিলার পথে যাচ্ছে না জেলা পুলিশ । তাদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে । অন্যদিকে, আতঙ্কিত মানুষ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন । তাঁদের অভিযোগ, পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট ঢিলেমি দিচ্ছে পুলিশ ।

গরচায় বৃদ্ধা খুনে নয়া তথ্য, মা-মেয়ের সাথে একই সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অভিযুক্তের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.): গরচায় বৃদ্ধা খুনে নয়া তথ্য হাতে পেল পুলিশ। গতকালই বৃদ্ধা খুনে বৃদ্ধার বড় পুত্রবধূ, নাতনি এবং নাতনির প্রেমিক সৌরভ পুরীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মা ও মেয়ের সাথে একই সঙ্গে একই সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অভিযুক্ত সৌরভের।

সৌরভকে জেরা করার পর পুলিশ জানিয়েছে, ’ফেসবুক সূত্রে বৃদ্ধার নাতনি কনিকা ওরফে গুরিয়ার সাথে আলাপ হয় অভিযুক্তের। এরপর গুড়িয়ার সূত্র ধরেই তার মায়ের সঙ্গে আলাপ হয় সৌরভের। তখন থেকেই একই সাথে মা ও মেয়ে দুজনের সঙ্গে সমান তালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে অভিযুক্ত যুবক।’ পুলিশ আরও জানিয়েছে, ’ঘটনার ১৫ দিন আগে সৌরভ কলকাতায় আসে। তবে এর আগেও তিন মাসে বেশ কয়েকবার কলকাতায় এসেছে সে। প্রতিবারেই উঠেছে বৃদ্ধার বড় পুত্রবধূ ডিম্পলের ফ্ল্যাটে। জেরার পর পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনার দিন দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য দিল্লি বিমানবন্দরের একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে ওই যুবক। সেই দিনই রাতে মুন্ডচ্ছেদ করে নৃশংসভাবে বৃদ্ধা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কলকাতা মানেই বলিউড বোঝে হাওড়া ব্রিজ

'হাওড়া ব্রিজ কতগুলো স্ক্রু দিয়ে তৈরি?'ছয়ের বা সাতের দশকে এ ছিল এক অতি পরিচিত 'জামাই—ঠকানো' প্রশ্ন। যে প্রশ্ন করে নিয়মিতই ভড়কে দেওয়া হত চাকুরি প্রার্থী যুবকদের ইন্টারভিউ বোর্ডে।যার সাক্ষ্য ধরা আছে জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার ইন্টারভিউ ---সিকোয়েন্সে। নায়ককে পর্যুদস্ত করা হচ্ছে ওই প্রশ্নবাণে। এ প্রশ্ন আক্ষরিক অর্থেই 'জামাই—ঠকানো' এই জন্য, কারণ হাওড়া ব্রিজে কোনও স্ক্রু বা নাটবল্টু নেই। না, গোটা ব্রিজেই নেই। কারণ এ ব্রিজ বানানো হয়েছে লোহার সঙ্গে লোহাকে 'রিভেট' করে বা ঝালাই করে জুড়ে।হাওড়া ব্রিজের আগে গঙ্গা নদীর ওপরে ছিল পন্টুন ব্রিজ, যা এক ধরনের অস্থায়ী ছোট সেতু। ১৯৩৬ সালে তার জায়গায় শুরু হয় পাকাপোক্ত লৌহনির্মিত হাওড়া ব্রিজ তৈরির কাজ। ছয় বছর কাজ চলে ১৯৪২—এ শেষ হয় ব্রিজ। আর তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৯৪৩ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি। ৭০৫ মিটার লম্বা আর ৩১ মিটার চওড়া এই ব্রিজ পুরোটাই স্টিলে তৈরি। তৈরি করেছিল ব্রেথওয়েট, বার্ন অ্যান্ড জেশপ---এর মতো নামী কোম্পানি। কোনও কাঠ নেই। নাম হাওড়া ব্রিজ হলেও দেখভালের দায়িত্ব কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের। ৮২ মিটার উঁচু হওয়ায় এর নীচ দিয়ে বড় জলযানদের যেতে অসুবিধা হয় না। ১৯৬৫—র জুনে অবশ্য এ ব্রিজের একটা পোশাকি নাম দেওয়া হয়। 'রবীন্দ্র সেতু'। তবে সে নাম কাগজে কলমে ওই ভাল নাম হয়েই রয়ে গেছে। বাঙালির মুখে মুখে আজও এ ব্রিজ হাওড়া ব্রিজ।এই ব্রিজ নিয়ে আরও একটা 'জামাই—ঠকানো' প্রশ্ন আছে। হাওড়া ব্রিজ কে উদ্বোধন করেন? আসলে এই ব্রিজের কোনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। ভয় ছিল জাপান যদি বোমা ফেলে। ব্রিজ তৈরিতে খরচ হয়েছিল তৎকালীন আড়াই কোটি টাকা। লেগেছিল ২৬,৫০০ টন স্টিল। এটি বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম কান্টিলিভার ব্রিজ। যা দিয়ে প্রতিদিন আনুমানিক তিন লক্ষ যানবাহন আর সাড়ে চার লক্ষ পথচারী যাতায়াত করে।দক্ষিণাও এসেছেব্রিজ খুলে দেওয়ার পরে প্রথম যে গাড়িটি পার করেছিল হাওড়া ব্রিজ তা একটি জনশূন্য ট্রাম। ট্রাম। কলকাতার আরেক 'রেট্রো' চিহ্ন।আর এই তো ছ দিন আগে এই ব্রিজ দাপিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে গেলেন আমির খান। 'লাল সিং চাড্ডা'র ছদ্মবেশে। শুটিংয়ের প্রয়োজনে। রবিবার। ছুটির দিনের ভোর। তবু ভিড় জমে গিয়েছিল ব্রিজের ওপর।আমিরই প্রথম নন অবশ্য। হাওড়া ব্রিজ হিন্দি ছবির কাছে এক 'লোকেশন---কোহিনূর' সেই পাঁচের দশক থেকেই। আর এই 'ট্রেন্ড'---এর মিনার তৈরি এক প্রবাসী বাঙালি পরিচালকের হাতেই। পরিচালকের নাম শক্তি সামন্ত। ছবির নাম 'হাওড়া ব্রিজ'। ব্যস, প্রচ্ছদপট তৈরি। সেটা ১৯৫৮ সাল। নায়কও বাঙালি। অশোককুমার। নায়িকা মধুবালা। ছবিতে গান ছিল 'শুনো জি ইয়ে কলকাত্তা হ্যায়'। মহঃ রফির গাওয়া।হাওড়া ব্রিজের ওপর তখন ঘোড়ার গাড়ি চলত। চালক ওমপ্রকাশ এই গান গাইছে।সেটা তো ১৯৫৮ সালের কথা। অনেকেই হয়তো খেয়াল করেননি। এ ছবির মুক্তির ৬০ বছরের মাথায় মুক্তি পেয়েছিল একই নামের আরও এক ছবি 'হাওড়া ব্রিজ'। এ ছবি তৈরি হয়েছিল অবশ্য তেলুগুতে। শুটিং হয়েছিল কিন্তু হাওড়া ব্রিজকে ব্যাক ড্রপে রেখেই। ছবি মুক্তি পায় ২০১৭—য়। আর ২০১৮—য় মুক্তি পায় একই ছবির আরেক রিমেক 'হাওড়া ব্রিজ' নামেই। এবার তামিল আর মালয়ালাম ভাষায় দ্বিভাষিক ছবি হয়ে। সব কটি ছবিই হিট হয়।এই শহরের প্রতীকহাওড়া ব্রিজের এই এক মজা। সেখানে ছবি শুট হলেই হিট। এ নিয়ে একটা মজার সংস্কার রয়েছে মুম্বইয়ের ফিল্মমেকার মহলে। শক্তি সামন্ত ১৯৫৮ সালে যেমন 'হাওড়া ব্রিজ' বানিয়ে হিট পান, তেমনই শক্তি সামন্তের আরেক সুপারহিট ছবি 'অমরপ্রেম'---এও এক গানের দৃশ্যে আসে হাওড়া ব্রিজ। 'চিঙ্গারি কোই ভড়কে' গানের সেই অমর দৃশ্যে। গুরু দত্তের 'পিয়াসা'য় আসে। বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন'---এও আসে।আসলে ক্রমশ হাওড়া ব্রিজ হয়ে ওঠে এই শহরের 'সিগনেচার মার্ক'। মনুমেন্ট নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়, এমনকি শিয়ালদা স্টেশনও নয়। কলকাতার পরিচিতি চিহ্ন হয়ে ওঠে হাওড়া ব্রিজের আর্চগুলো। হায়দরাবাদের যেমন চারমিনার গেট, মুম্বইয়ের সি বিচ, দিল্লির লালকেল্লা, তেমনই আমাদের গঙ্গাপারের হাওড়া ব্রিজ। ওপরে বলা প্রতিটি ছবিই 'কাল্ট' হয়ে গিয়ে এই চিহ্নকে চিরায়ত করে তুলেছে।একমাত্র যতদূর মনে পড়েছে, প্রমোদ চক্রবর্তীমশাই যখন ধর্মেন্দ্র—মিঠুন—ড্যানিকে নিয়ে 'তিনমূর্তি' বানিয়েছিলেন, তিন নায়কের কলকাতা সফরের গানে কালীঘাট ছিল, ধর্মতলা ছিল, বৌবাজার ছিল, শিয়ালদাও ছিল। ছিল না শুধু হাওড়া! দুর্জনেরা কানাকানি করে, মুম্বইয়ের দুই সমসাময়িক পরিচালক শক্তি সামন্ত আর প্রমোদ চক্রবর্তীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এর জন্য দায়ী। শক্তিবাবুর 'হাওড়া ব্রিজ'কে ছাপিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রমোদবাবু। ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন সে নামের স্মৃতি।মাঝে একটু ভাটা এসেছিল। আবার বলিউডে হাওড়া ব্রিজ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ২০০৪---এ।সেদিন অমিতাভ২০০৪---এ মণি রত্নম বানান 'যুবা'। এ ছবির নাম ঠিক করেছিলেন আগে 'হাওড়া ব্রিজ'—ই রাখবেন। গঙ্গা পারের দুই শহর জুড়ে গল্প। ফলে ঠিকঠাকই নাম হত। বিশেষত ছবির কেন্দ্রবিন্দু যে ঘটনা তা ঘটছে হাওড়া ব্রিজের ওপরেই। তবু মণি শেষমেশ নাম বদলান, কারণ তাঁকে কেউ কেউ বোঝান যে দর্শক ভাবতে পারে এ ছবি পুরনো 'হাওড়া ব্রিজ'---এর রিমেক। বড় হিট হয় 'যুবা'। আর এর পরের বছরই প্রদীপ সরকারের 'পরিণীতা'য় চলে আসে হাওড়া ব্রিজ। শরৎচন্দ্রের মূল গল্পে হাওড়া ব্রিজ ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না। কারণ তখন ওই ব্রিজ তৈরিই হয়নি। প্রদীপ সরকার চিত্রনাট্যে হাওড়া ব্রিজ এনে দিলেন।প্রথম পর্বে যদি পর্দায় হাওড়া ব্রিজের মেন্টর হন শক্তি সামন্ত, এই পর্বে তবে সেই ভূমিকায় এলেন মুম্বই প্রবাসী দুই বাঙালি পরিচালক। সুজিত সরকার আর সুজয় ঘোষ। সুজিতের 'পিকু' আর সুজয়ের 'কাহানি' দুয়েরই প্রধান পাত্র—পাত্রীরা বাঙালি। সুজয়ের পরের ছবি 'তিন'—এ তো হাওড়া ব্রিজে ভোরবেলা শুটিং করতে এলেন স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন। সব সাবধানতা টপকে খবর ছড়িয়ে যায়। ওই ভোরেও ভিড়ে ভিড় ব্রিজের ওপর। অমিতাভ ভক্তদের দখলে তখন সব। ঠিক এবারও যেমনটা ঘটল আমির খান 'লাল সিং চাড্ডা' হয়ে ভোরবেলা শুটিং করতে গিয়ে।'লাভ আজকাল', 'বরফি', 'লুটেরে', 'গুন্ডে', 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী' তালিকায় চোখ বোলান, বুঝবেন কেন বক্স অফিসের বাজারে হাওড়া ব্রিজকে লাকি চার্ম ভাবা হয়।আফশোস একটাই। গেঁয়ো যোগী ভিখ পেল না। আর বাংলা ছবিও সেভাবে হাওড়া ব্রিজকে ব্যবহার করতে পারল না।কৌতূহল একটাই। কত রকম ডকুফিচার হচ্ছে। হাওড়া ব্রিজের 'মেকিং' নিয়ে পর্দায় 'পিরিয়ড পিস' হবে কি?

মেয়ের আবদারে জামাই রাজের 'ধর্মযুদ্ধ' সিনেমায় বিশেষ চরিত্রে শুভশ্রীর বাবা

গ্রামের এক প্রবীণ মহিলার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন একটি মেয়ে। সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি গ্রামেরই এক মাতব্বর। স্বভাবতই একেবারে দলবল নিয়ে ওই মহিলার বাড়িতে চড়াও হলেন মাতব্বরটি। শোনা যাচ্ছে, এই মাতব্বরের চরিত্রেই অভিনয় করছেন অভিনেত্রী শুভশ্রীর বাবা দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনয় জগতে একেবারে নতুন মুখ তিনি। মেয়ের আবদারে জামাই রাজ চক্রবর্তীর ছবি 'ধর্মযুদ্ধ'---এ অভিনয় করছেন দেবপ্রসাদবাবু। আর এ নিয়েই বেশ শোরগোল পড়ে গেছে রাজের শ্বশুরবাড়ি পূর্ব বর্ধমান শহরে। এই বর্ধমান শহরেরই মেয়ে বাংলার রুপোলি পর্দার গ্ল্যামার কুইন অভিনেত্রী শুভশ্রী। বর্ধমানের মানুষ তাঁকে ঘরের মেয়ের মতোই ভাবেন। তাঁর বাবা আরেক ঘরের লোক সিনেমায় নামছেন জেনে যার পর নাই উৎফুল্ল বর্ধমান শহরের মানুষ।এক বছর আগেই রাজ ও শুভশ্রীর জাঁকজমক করে বিয়ে হয়েছে। এদিকে, দেবপ্রসাদবাবু সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসর নেওয়ার পর স্বভাবতই তাঁর টালিগঞ্জ পাড়ায় মেয়ের আউটডোর ও ইন্ডোর শুটিংয়ে যাতায়াত একটু বেড়ে যায়। এতে ছায়াছবি জগতের নামিদামি মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচিতিও ঘটে। বিনয়ী দেবপ্রসাদবাবু সকলের সঙ্গে সহজেই আন্তরিকতার সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। এরই মধ্যে তাঁর জামাই রাজ চক্রবর্তী 'ধর্মযুদ্ধ' নামে একটি ছায়াছবি করবেন বলে প্রস্তুতি নেন। তাতে গ্রামের এক মাতব্বরের চরিত্রে শ্বশুর মশাইকেই ভাল মানাবে বলে চিন্তাভাবনা করেন রাজ। এরই মধ্যে বাড়ির অন্দরে সেই মনের কথা শ্বশুর মশাইয়ের কাছে প্রস্তাব হিসেবে তুলে ধরেন জামাই। প্রথমে দেবপ্রসাদবাবু সেই প্রস্তাব শুনে অনেকটা আকাশ থেকেই পড়েন। আবার জামাইয়ের ঠাট্টা ভেবে 'ওসব হবে না' বলে প্রথম একটু পাশ কাটিয়েও যান। কিন্তু নাছোড় তাঁর আদরের মেয়ে শুভশ্রী। বাংলার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী তাঁর বাবার কাছে জামাইয়ের ছবিতে অভিনয়ের আবদার করে বসলেন। মেয়ের আবদার বলে কথা! তা আর ফেরাতে পারেননি দেববাবু। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই মেয়ে---জামাইয়ের ধর্মযুদ্ধে নামলেন দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।যত দূর জানা গেছে, তিনি মেয়ে---জামাইয়ের মান রেখেছেন অভিনয়ে। কারণ, শুভশ্রীর অভিনয়ের প্রথম দিন থেকেই তাঁর যাতায়াত ছিল এই ক্ষেত্রটিতে। এতে বয়সের সঙ্গে তাঁর কিছুটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। স্বভাবতই অভিনয় করতে গিয়ে তাঁকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। এই 'ধর্মযুদ্ধ' ছায়াছবিতে অবশ্যই তাঁর মেয়ে শুভশ্রী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আরও দুই নায়ক এই সিনেমায় রয়েছেন একজন সোহম ও অন্যজন ঋত্বিক। গোটা সিনেমার শুটিংপর্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন চলছে সম্পাদনার পালা। সামনের মার্চ মাসে ধর্মযুদ্ধ মুক্তি পেতে চলেছে সগৌরবে।বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের সহ---সভাপতি অনন্ত মণ্ডল বলেন, 'অভিনেত্রী শুভশ্রীর বাবা অভিনয় জগতে পা রেখেছেন শুনে খুব ভাল লাগছে। তিনি যে সিনেমায় অভিনয় করুন না কেন, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দিয়ে যদি তিনি দর্শকের মন জয় করতে পারেন, তা হলে বর্ধমানবাসী হিসেবে নিশ্চয়ই আমরা গর্বিত বোধ করব। বর্ধমান আরও একজন অভিনেতাকে পাবে। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে!'

দু''ঘণ্টার মধ্যে বিস্ফোরণে উড়ে যাবে সলমনের বাড়ি! ই-মেলের হুমকিতে ছড়াল উত্তেজনা

সলমন খানের বাড়িতে বোমা রাখা। আগামী দু''ঘণ্টার মধ্যে বিস্ফোরণে উড়ে যেতে পারে গ্যালাক্সি। আটকানোর ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখান। ঠিক এভাবেই ই-মেলে এল হুমকি। যা নিয়ে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ায় সলমনের পরিবারে।কিন্তু সল্লু মিঞার ভক্তদের জন্য সুখবর হল, তাঁর বাড়িতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে সকলে বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। এবার প্রশ্ন হল কে এমন কাণ্ড করল? পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ১৬ বছরের এক কিশোর এই ভুয়ো হুমকি ই-মেল করেছিল। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাসিন্দা সে। ভুয়ো মেল করার অভিযোগে তাকে আটক করে বান্দ্রা থানার পুলিশ।গত ৪ ডিসেম্বর ওই কিশোর মুম্বই পুলিশকে মেলটি পাঠিয়েছিল। সে লেখে, মেলটি পাঠানোর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সলমন খানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট বিস্ফোরণে উড়ে যাবে। আটকানোর হলে আটকে নিন। এমন মেল পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার ডঃ মনোজ কুমার শর্মা-সহ পুলিশের একটি দল ও বম্ব স্কোয়াড দ্রুত সলমনের বান্দ্রার বাড়িতে পৌঁছায়। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না দাবাং খান। বাবা সেলিম খান, মা সালমা খান, বোন অর্পিতা-সহ ভাইজানের গোটা পরিবারকে বের করে এনে শুরু হয় তল্লাশি। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার হয়নি। বান্দ্রা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ''প্রায় তিন-চার ঘণ্টা ধরে আমরা অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি কোণ খুঁজেছি। তারপর অভিনেতার পরিবারকে ঘরে ঢুকতে বলা হয়।'' পুলিশ নিশ্চিত করেছে, বোমার হুমকি সম্পূর্ণ ভুয়ো ছিল।

মেলের সূত্র ধরে গাজিয়াবাদ থেকে আটক করা হয় অভিযুক্ত কিশোরকে। পরে তিস হাজারি আদালতে তোলা হয় তাকে। অভিযুক্তের দাদার সঙ্গে কথা বলার পর ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় জুভেনাইল কোর্টে। এরপর শর্তসাপেক্ষে কিশোরকে ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।এর আগে গত সেপ্টেম্বরে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলার শুনানির আগে ফেসবুকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল সলমন খানকে। গ্যারি শুটার নামের এক ব্যক্তি একটি ফেসবুক পেজে সলমনকে খুনের হুমকি দিয়ে পোস্টটি করেছিল। পরে এই হুমকি বার্তা আবার হিন্দি ভাষায় ''সোপু'' নামে একটি গ্রুপের তরফে পোস্ট করা হয়। তাদের বক্তব্য, সলমন ভারতীয় আইনবিধি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের আইন থেকে তার মুক্তি নেই। এবার ভুয়ো হুমকি ই-মেলে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হল সুপারস্টারের পরিবার।

অভি-অ্যাশের বিয়েতে শত্রুঘ্ন, হেমা মালিনীকে আমন্ত্রণ জানাননি বচ্চন পরিবার

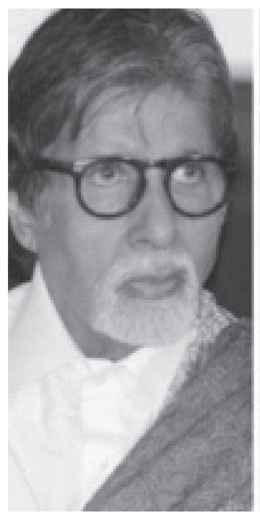

কিছু দিন আগেই বিবাহিত জীবনের বারো বছর পূর্ণ করলেন অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন। ২০০৭-এ গাঁটছড়া বাঁধেন এই দুই তারকা। এখনকার মতো তখন ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর তেমন চল ছিল না। মুম্বইয়ে বচ্চন হাউজ ''প্রতীক্ষা''-র অন্দরেই বসেছিল সেই বিয়ের আসর। কিন্তু জানেন কি সেই হেভিওয়েট বিয়েতে বলি ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেককেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমনকি, এর মধ্যে ছিল শত্রুঘ্ন সিনহার নামও। বাতিলের দলে ছিলেন হেমা মালিনীও।বিগ-বির ''দোস্তানা'' কো-স্টারের সঙ্গে রিয়েল লাইফে কি বন্ধুত্ব এতটাই কম ছিল যে একমাত্র ছেলের বিয়েতেও আমন্ত্রণ জানাননি তাঁকে? সমালোচকদের মতে, দুই পরিবারের রাজনৈতিক মতভেদ থাকার জন্যই নাকি আমন্ত্রণ জানানো হয়নি তাঁকে। জয়া বচ্চন সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক। অন্যদিকে শত্রুঘ্ন সেই সময় বিজেপির বিধায়ক ছিলেন। সে জন্য নাকি জয়াই চাননি শত্রুঘ্নকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। যদিও বিগ-বি কে পরে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, বিগ-বি এই যুক্তি মানতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। তিনি এক সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, ''আমি চেয়েছিলাম, আমার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানকে একেবারেই গোপন রাখতে। আর তা ছাড়া আমার মা-ও সে সময় খুবই অসুস্থ ছিলেন। যে বা যাঁরা আমাদের নিমন্ত্রণ না পেয়ে ভুল বুঝেছিলেন তাঁরা আদপে আমার বন্ধুই নন।''তবে যাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেননি তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট পাঠিয়েছিল বচ্চন পরিবার। যদিও শত্রুঘ্ন সেই প্যাকেট নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ''যব বুলায়া নেহি থা তো মিঠাই কিস বাত কি?''''এই প্রসঙ্গে এক রিয়ালিটি শো তে পরে জুনিয়র বচ্চনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, ''শত্রুঘ্ন স্যার মিষ্টি ফেরত পাঠিয়েছেন বলে মোটেও খারাপ লাগেনি। তাঁর আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এ ব্যাপারে। থাকতেই পারে।

বরফের মাঝে রণবীর-আলিয়া, ছড়াচ্ছেন প্রেমের উষ্ণতা!

মুম্বই: মানালিতে রণবীর-আলিয়া। মানালির কনকনে ঠাণ্ডায় প্রেমের উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন তারা। চারিদিকে সাদা পুরু বরফের চাদরে মোড়া পাহার। তারই মাঝে নিয়ন সবুজ ওভারকোটে আলিয়া। রণবীর নিজেকে মুড়েছেন জ্যাকেটে। শীতের মরসুমে প্রেম জমেছে তাদের। রণবীর নিজেকে মুড়েছেন জ্যাকেটে। শীতের মরসুমে প্রেম জমেছে তাদের। ছবি সামনে আসতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন ভক্তরা।এই ছবি যদিও বেশ কিছুদিনের পুরনো। ব্রহ্মাস্ত্র ছবির শ্যুটিং-এর জন্য এরা দু''জনে হাজির ছিলেন মানালিতে। গত নভেম্বরে। বুলগেরিয়া, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও স্কটল্যান্ডের পর মানালিতে হয়েছে ছবির শ্যুটিং। সেখানে শ্যুটিং-এর ফাঁকে আলিয়া-রণবীরের ছবি তুলেছেন কেউ। সেখানে তাদের ফ্যান ক্লাবের তরফে বিশাল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ছবি ব্রহ্মাস্ত্র আলিয়া ও রণবীরের জন্য নিঃসন্দেহে স্পেশ্যাল। কারণ এই ছবির মাধ্যমে একে অপরের প্রেমে পড়েছিলেন তারা। ছবির শ্যুটিং শুরু হয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। আলিয়া-রণবীর ছাড়াও রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, নাগার্জুন, মৌনি রায়। ব্রহ্মাস্ত্র ছবিটি মুক্তি পাবে মে ২০২০।

জাজের ''মাসুদ রানা'' করছেন না শ্রদ্ধা কাপুর

দুর্ধর্ষ থ্রিলার ''মাসুদ রানা'' সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর। জাজ মাল্টিমিডিয়া এই ঘোষণা দেওয়ার পর গুঞ্জন রটেছিল, সিনেমাটির বিষয়ে নাকি শ্রদ্ধা জানেনই না। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনই সত্যি হলো। গতকাল শনিবার জাজ মাল্টিমিডিয়ার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে জানানো হয়, ''মাসুদ রানা'' সিনেমায় অভিনয় করছেন না শ্রদ্ধা।জাজ মাল্টিমিডিয়া জানায়, শুটিংয়ের সময় পরিবর্তনের কারণে সিনেমাটিতে অভিনয় করতে পারবেন না শ্রদ্ধা কাপুর। বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা অত্যন্ত জটিল হওয়ার কারণে ''মাসুদ রানা''র জন্য এখনো সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

রবিবার এই আবেদন করা হবে এবং এই অনুমতি পাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে জানানো হয় ফেসবুকের এই পোস্টে।

তৃতীয় জন্মদিনে মায়ের কাছে ২টো কেকের আবদার তৈমুরের!

করিনা কাপুর এখন ব্যস্ত নিজের নতুন ছবি ''গুড নিউউইজ''-এর প্রচারে। তবে এরই মধ্যে আবার তাঁর ছেলে তৈমুরের জন্মদিন। গতবার বিদেশে দিনটি উদ্‌যাপিত হলেও এ বার কিন্তু মুম্বইয়ে কাটানোরই পরিকল্পনা নিয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি।সংবাদ মাধ্যমের কাছে ছেলের তৃতীয় জন্মদিন উদযাপন সম্পর্কে পরিবারের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন করিনা। ছেলেকে নিয়ে গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন তাঁরা। সদূর কেপটাউনে তৈমুরের দ্বিতীয় জন্মদিন উদযাপন হয়। আসলে করিনা এবং সইফ সেখানে একটি বিজ্ঞাপন শুটিংয়ে গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে সেরে ফেলেছিলেন ছেলের জন্মদিনটাও।একটি অনুষ্ঠানে টাইমস অব ইন্ডিয়ার কাছে করিনা বলেন, ''তৈমুরের জন্মদিনের পরিকল্পনা মোটামুটি সেরে ফেলেছি।

এ বার আমরা এখানে (মুম্বই) সেলিব্রেট করব। আমি ছবির প্রচার করব এবং সইফও এখানে আছে। আমরা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব। তৈমুরের আট-দশজন ছোট্ট বন্ধুও থাকবে। তৈমুর আগে থেকেই বলে রেখেছে, এ বারের জন্মদিনে অবশ্যই দু''টো কেক যেন তাকে দেওয়া হয়, একটি কিন্তু নয়''।বলতে বলতে করিনা হেসে ফেলেন। বলেন, ''তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দু''টো কেন? উত্তরে সে জানায়, ''আমি দু''টো কেক চাই। একটা সান্তা এবং একটা হাল্ক''। সে না কি এই দু''টোকে পছন্দ করে''।

করিনার পছন্দ হয়নি, তাই সেই উপর স্ত্রী টুইঙ্কেলের জন্য নিয়ে গেলেন অক্ষয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্নাকে বিরল দামী একটি উপহার দিলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। এমন অদ্ভুত উপহার কেউ কখনও তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। অক্ষয় তাঁর স্ত্রী টুইঙ্কেলকে কী উপহার দিয়েছেন জানেন?টুইঙ্কেলকে দুটি পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি একটি কানের দুল উপহার দিয়েছেন অক্ষয় কুমার। আর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে টুইঙ্কেল লিখেছেন, ''''কপিল শর্মার শো থেকে ফিরে আমার সঙ্গীটি (অক্ষয়) আমায় বলল আমি করিনার সঙ্গে শ্যুটিং করছিলাম, তবে ওর এটা একেবারেই পছন্দ হয়নি।

তবে আমি আশা করছি তোমার এটা ভীষণই পছন্দ হবে। তাই এটা তোমার জন্য নিয়ে এলাম। এটা খুবই ছোট্ট ও সামান্য জিনিস, তবে তোমার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।''''অক্ষয়ের এমন কান্ড দেখেই বেশ বোঝা যায় তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কতটা রোম্যান্টিক এবং রসিক।

প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে তিনি করিনা কাপুর খানের সঙ্গে ''গুড নিউজ'' ছবির প্রমোশনে ব্যস্ত রয়েছেন। আর সেই ছবির প্রমোশনেই সম্প্রতি তিনি ''কপিল শর্মার শো''য়ে হাজির হয়েছিলেন।

ইনস্টাগ্রাম থেকে বলিউড তারকাদের আয় কত জানেন ?

ইন্সাগ্রাম থেকে বলিউড তারকারা মোটা টাকা আয় করেন। তবে জানেন কী কোন তারকা কত টাকা আয় করেন। চলুন জেনে নিই।প্রিয়াঙ্কা চোপড়া: বলিউডের পাশাপাশি হলিউডেও এখন পরিচিত মুখ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ইনস্টাগ্রামে তার অনুসারী সংখ্যা ৪ কোটির উপরে। প্রতিটি স্পন্সর্ড পোস্টের জন্য তিনি পান প্রায় ১.৮৭ কোটি রুপি। ইনস্টাগ্রাম থেকে প্রতি পোস্টের জন্য সর্বোচ্চ আয় করা তারকাদের তালিকায় শীর্ষ ২০ জনের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।শাহরুখ খান: বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। বিশ্বে তার কোটি কোটি ভক্ত। ইনস্টাগ্রামেও এর ব্যতিক্রম নয়। ফটো শেয়ারিং এই সাইটে তার অনুসারীয় সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। প্রতি পোস্টের জন্য সর্বোচ্চ ১ কোটি রুপি পান তিনি।আলিয়া ভাট: নির্মাতা মহেশ ভাটের মেয়ে আলিয়া ভাট। খুব অল্প সময়ে বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। সিনেমার পাশাপাশি নানা কারণেই আলোচনায় থাকেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে তারও ৪ কোটির উপরে অনুসারী রয়েছে। প্রতি পোস্টের জন্য রাজি সিনেমাখ্যাত এই অভিনেত্রী পান ১ কোটি রুপি।অমিতাভ বচ্চন: বিগ বিখ্যাত এই কিংবদন্তি অভিনেতা তার ব্লগ ও মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে বেশি সক্রিয়। তবে ইনস্টাগ্রামে তার অনুসারী সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। প্রতিটি স্পন্সর্ড পোস্টের জন্য তিনি পান প্রায় ৪০-৫০ লাখ রুপি।

শনিবার পশ্চিম থানায় যুব কংগ্রেস ডেপুটেশন প্রদান করে। ছবি- নিজস্ব।

ক্যাবকে ঘিরে অশান্তির জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী, জানালেন রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স): ক্যাব বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ীঊ শনিবার রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাহুল সিনহা। তাঁর মতে, জামায়েত জঙ্গিরা এই পুরো বিক্ষোভকে পূর্বেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলঊ রাজ্যে এইরূপ দাঙ্গা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে যাবে বলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী দেন তিনি।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হামলা প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি জারি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করার কথা জানানঊ পাশাপাশি যাঁরা গন্ডগোল করছেন, রাস্তায় নেমে আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারী দিয়েছেন তিনিঊ

কিন্তু যে পরিমানে দাঙ্গা হচ্ছে, সেই অনুযায়ী এই বিবৃতি যথেষ্ট নয় বলেই মনে করেন রাহুল সিনহা। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে রাহুলবাবু বলেন,, "এই জামায়েত জঙ্গিরা মুখ্যমন্ত্রী ভাইয়ের সমান, তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাইয়েরা দাঙ্গা চালানোর পরেও মুখ্যমন্ত্রীর সুর নরমঊ" এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিটি যথেষ্ট প্ররোচনা মূলক বলেও দাবি তাঁর।

তিনি দাঙ্গার ভয়ংকর রূপ দেখেও আন্দোলন না থামিয়ে তা বজায় রাখার কথা বলেছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক বলেই হতাশা প্রকাশ করেন এই বিজেপি নেতৃত্ব। এই দাঙ্গাকে দমন করার জন্য আরও কড়া বিবৃতির প্রয়োজন ছিল মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে।

একইসাথে এদিন যারা ক্যাবকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বাধাচ্ছে তাঁদের দমনের জন্য গুলি চালানোর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই দাঙ্গা দমনের জন্য দাঙ্গাবাজদের চিহ্নিত করা। এবং তাদের গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা না করে দাঙ্গাবাজদের উস্কানি দিয়ে যাচ্ছেঊ তাই নবান্নের থেকে কিছু দুরত্বেই ১৫টি বাস জ্বালানোর মত সাহস দেখাল দাঙ্গাবাজরা"। এই দাঙ্গাকারীরা বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী বলেই দাবি রাহুল সিনহার।

দাবিতে হুগলিতে বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের

হুগলী,১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : অভিনব প্রতিবাদ। কলেজে ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালীন টুকলি করতে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের। এমনই ঘটনা ঘটেছে আরামবাগ গার্লস কলেজে। কামারপুকুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল আরামবাগ গার্লস কলেজে। পরীক্ষা চলাকালীন করা গার্ড দেয়ার অভিযোগে সরব হয় ছাত্রছাত্রীরা। বাকবিতণ্ডা চলে পরীক্ষার হলের মধ্যেই। পরীক্ষা চলাকালীন পুলিশ ও র‍্যাফের উপস্থিতিতে বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজের বাইরে বার করে দেয়। ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ পরীক্ষা চলাকালীন কোন ছাত্র-ছাত্রীকে কারোর দিকে তাকাতে দেয়া হচ্ছে না। নিজের চোখ তার প্রশ্ন পত্র ওখা তার দিকে ছাড়া। যদি কেউ কারো দিকে তাকায় তাহলে তাকেই আরে করে দেয়া হচ্ছে। সব সময় তো আর ঘাড় গুঁজে এক ভাবে থাকা যায়না তাই ঘার তুললেই কাতারে করে দেয়া হচ্ছে এবং কলেজে টিচারদের ব্যবহার নিয়ম প্রশ্ন তুলছে তারা। যদিও গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল সাজিদুল ইসলাম জানিয়েছেন গতকাল পরীক্ষা চলাকালীন মাইক্রো জেরক্স একজনের কাছ থেকে পাওয়া যায় তাকে আরে করা হয়েছে ইউনিভার্সিটির নিয়ম অনুযায়ী। আজ আরও একজনকে টুকলি করার অভিযোগে ধরা হয়েছে ও আয় করা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার এবং ভাড়াটিয়া ট্রাইব্যুনালের নয়া প্রশাসনিক সদস্য

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যপাল দিবাকর মুখোপাধ্যায়কে ভূমি সংস্কার এবং ভাড়াটিয়া ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক সদস্য হিসাবে নিয়োগ করলেন। শনিবার রাজভবন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যপাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনোনীত একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সরকার মনোনীত দুজনকে সদস্য করে একটি নিয়োগ কমিটি তৈরি করেন। এটি তৈরি হয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের প্রধান সচিব মনোজ পন্থকে নিয়ে। এই কমিটি দিবাকরবাবুর নাম সুপারিশ করে। রাজভবন থেকে একথা জানিয়ে বলা হয়েছে, ৫ ডিসেম্বর এই সুপারিশ মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়পত্র পায়। ১২ ডিসেম্বর সেটি রাজ্যপালের দফতরে আসে। আজ ১৯৯৭ সালের 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যান্ড টেনান্সি ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট'-এর ৪ (২) (খ) এবং ৪ (৩) (গ) ধারা অনুযায়ী এই নিয়োগের চূড়ান্ত ঘোষণা হয়েছে

সাভারকর ইস্যুতে রাহুল গান্ধীকে পালটা তোপ শিবসেনার

মুম্বই, ১৪ ডিসেম্বর (হি..স.) : সাভারকর ইস্যুতে নাম না করে রাহুল গান্ধীকে পালটা তোপ মহারাষ্ট্রের জোটসঙ্গী শিবসেনার । শনিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানের জনসভা থেকে সাভারকরকে কটাক্ষ করেছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। এদিন গণতন্ত্র বাঁচাও জনসভা থেকে তিনি বলেন, "আমার নাম রাহুল সাভারকর নয়, রাহুল গান্ধী।" যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে। এই অবস্থায় শিবসেনার মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত পর পর টুইট করেন ঊ তিনি লেখেন, সাভারকরের নামে দেশ সম্মানিত ও গর্বিত হয়।

'রেপ ইন ইন্ডিয়া' মন্তব্যের জন্য বিজেপির মহিলা সাংসদরা গতকাল থেকেই দাবি জানিয়ে আসছেন, রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে ক্ষমা চাইবেন না বলে রাহুল এদিন আরও একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। শনিবার গণতন্ত্র বাঁচাও জনসভা থেকে এই কংগ্রেস নেতা বলেন, "আমার নাম রাহুল সাভারকর নয়, রাহুল গান্ধী। সত্যি কথা বলেছি, আমি ক্ষমা চাইব না। কোনও কংগ্রেস কর্মীও ক্ষমা চাইবে না। ক্ষমা যদি চাইতেই হয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চাইতে হবে। ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট অমিত শাহকে চাইতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ওঁদের ক্ষমা চাইতে হবে।"

এই মন্তব্যের পর নাম না করে রাহুল গান্ধীকে পালটা দিল মহারাষ্ট্রের জোটসঙ্গী শিবসেনা। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতিকে টুইটারে তোপ দাগেন শিবসেনার মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতঊ এদিন এক টুইটে রাউত লেখেন, "বীর সাভারকর শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, গোটা দেশের আদর্শ। সাভারকরের নামে দেশ সম্মানিত ও গর্বিত হয়। নেহেরু, গান্ধীর মত তিনিও নিজের জীবন এই দেশকে অর্পণ করেছেন। এই ধরনের গুণী ব্যক্তিকে অপমান করার কোনও প্রয়োজন নেই। জয় হিন্দ।' তাঁরা নেহরু-গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন, তাই সাভারকরের অসম্মান হয়, এমন কিছু কংগ্রেসের করা উচিত নয় বলেও সাফ জানিয়ে দেন রাউত। তিনি লেখেন, "পণ্ডিত নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি আমরা। তাই বীর সাভারকরকে অসম্মান করা উচিত নয় আপনাদেরও। বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এর চেয়ে বেশি বোঝানোর প্রয়োজন বোধহয় নেইঊ"

শনিবার বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনার সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

মুর্শিদাবাদ জুড়ে বিক্ষোভ, কৃষ্ণপুর স্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল ট্রেনে

লালগোলা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবারের পর শনিবারও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে অশান্তি অব্যাহত পশ্চিমবঙ্গে । রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল থেকে চলছে বিক্ষোভ । সেখানে আজ স্টেশনে ভাঙচুর সহ একাধিক ট্রেনে আগুন লাগানো হয়েছে।

শনিবার লালগোলা স্টেশনে লাগানো হল আগুন। এরপর কৃষ্ণপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ৪টি ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দিল এক দল বিক্ষোভকারী। দাউ দাউ করে জ্বলছে ট্রেনের একাধিক বগি। পুলিশ বা দমকল কাউকেই ততর হতে দেখা যায়নি।

এদিন উত্তেজনা ছড়াল জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে । প্রতিবাদীরা জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান । নিমতিতা, বাসুদেবপুর স্টেশনে চলে ভাঙচুর । অন্যদিকে, সাজুর মোড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে একটি সরকারি বাসে ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভকারীরা । অবরোধ বিক্ষোভের জেরে স্তব্ধ সড়ক ও রেল পরিষেবা । বিক্ষোভের দীর্ঘক্ষণ জঙ্গিপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস । ফরাক্কা ও মালদায় একাধিক ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ।

উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদকে শান্ত করতে তৎপর প্রশাসন । কিন্তু, এখনই কড়া হাতে মোকাবিলার পথে যাচ্ছে না জেলা পুলিশ । তাদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে । অন্যদিকে, আতঙ্কিত মানুষ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন । তাঁদের অভিযোগ, পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট ঢিলেমি দিচ্ছে পুলিশ ।

সিএএ ও এনআরসি ইস্যুতে উত্তপ্ত আমডাঙা

আমডাঙা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ইস্যুতে উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা। শুক্রবার ভাঙচুর, লুঠতরাজের পর শনিবার সকাল থেকেই ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে আমডাঙা। থানা থেকে তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যে পরের পর অশান্তির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নির্বিকার বলে স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ। বিডিও অফিসের মোড়, রোফিপুর মোড়, রায়পুর, আবালসিদ্ধি, রঙমহল, কাচারি প্রভৃতি বেশ কয়েকটি জায়গায় সকাল থেকে চলছে অবরোধ। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক পুরোপুরি অবরুদ্ধ। দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েক হাজার ট্রাক।

শনিবার সকাল থেকে ভাঙচুর করা হয় বেশকয়েকটি ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। উপায় না পেয়ে ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পায়ে হেঁটে রওনা দেন অনেকেই। সকাল থেকে এলাকার বেশ কয়েকটি বিজেপি অফিস ভেঙে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয়েছে বেশকিছু দোকান ও বাড়ি। আতঙ্কিত স্থানীয় মানুষজনের দাবি, এলাকায় হামলা চালাচ্ছে আন্দোলনকারীরা। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। আপাতত অবশ্য কবে শান্তি ফিরবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে আমডাঙা।

ভারত নয়, গান্ধী পরিবার বাঁচাও সমাবেশ, কটাক্ষ জাভরেকরের

কানপুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লির রামলীলার ময়দান কংগ্রেসের ভারত বাঁচাও সমাবেশকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। ভারত নয়, গান্ধী পরিবারকে বাঁচানোর জন্য এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

এদিন উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, ভারত নয়। এমনকি পরপর দুইটি সাধারণ নির্বাচনে হেরে যাওয়া কংগ্রেসে দলকে বাঁচানোর জন্যও নয়। শুধুমাত্র গান্ধী পরিবারকে বাঁচানোর জন্য এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। 'রেপ ইন্ডিয়া' বলার জন্য রাহুল গান্ধীকে ফের ক্ষমতা চাওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিনের জনসভায় রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন যে এই মন্তব্য করার জন্য তিনি ক্ষমা চাইবেন না। এই প্রসঙ্গে জাভরেকর জানিয়েছেন যে রাহুল গান্ধীর এই অশালীন মন্তব্য দেশ কোনওদিন ক্ষমা করবে না। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন মন্তব্য কোনও রাজনৈতিক নেতা করেনি। রাহুল ক্ষমা চাইলেও দেশবাসী তাকে ক্ষমা করবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির রামলীলা ময়দানে বক্তব্য রাখেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মনমোহন সিং-এর মতো নেতারা। সমাবেশের লক্ষ্যই ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে যাওয়া।

কোনও অন্যায় করিনি, ইমপিচ করলে ফল ভালো হবে না : ডোনাল্ড ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : আমি কোনও অন্যায় করিনি। আমাকে ইমপিচ করলে ফল ভালো হবে না। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা ইমপিচমেন্টের দাবিতে সিলমোহর দিয়েছে মার্কিন বিচারবিভাগীয় কমিটি। ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব মার্কিন আইনজীবীদের সংগঠনে ২৩-১৭ ভোটে পাশ হয়ে গেল। যার অর্থ খুব শীঘ্রই ইমপিচমেন্টের মুখে পড়তে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যা নিয়ে সরব হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ

বিতর্কের সূত্রপাত বছর খানেক আগে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ফোন করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অভিযোগ ছিল, ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জো বাইডেন এবং তাঁর ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। হান্টার বাইডেন ইউক্রেনের একটি প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পনির বোর্ড সদস্য ছিলেন। সেসময় তাঁর বাবা জো ছিলেন অ্যামেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট। ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, ট্রাম্প জেলেনস্কিকে ফোন করে চাপ দেন, কী ভাবে হান্টারকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করার জন্য। তা না করলে ইউক্রেনকে যে পরিমাণ সামরিক সাহায্য অ্যামেরিকা দিচ্ছে তা বন্ধ করার হুমকিও নাকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। বিপুল আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করার বিষয়ে ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ ডেমক্র্যাটদের।এই কাজে নিজের ব্যক্তিগত আইনজীবী রুডি গিলানিকে এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ। ভোট যত এগিয়ে আসছে বিষয়টি নিয়ে ততই সুর চড়াচ্ছে ডেমক্র্যাটরা। পরিস্থিতি ক্রমেই ট্রাম্পের বিপক্ষে যাওয়ায় মুখ খুলেছেন তিনিও। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনেকটাই ধাক্কা খেতে হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। যদিও ট্রাম্পের অপরাধ ইমপিচমেন্ট করার মত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে। মার্কিন সংবিধান অনুসারে দেশদ্রোহী বা ঘুষ বা উচ্চতর কোনও অপরাধ করলে ইমপিচমেন্টের মুখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অপরাধ কতটা গুরুতর তা মোটের উপর স্পষ্ট নয়। এমনকি উচ্চতর অপরাধ বলতে কী সেটাও স্পষ্ট নয় সংবিধানে। যদিও পরিস্থিতি যা তাতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট শুরু করা কার্যত সময়ের অপেক্ষা। যা নিয়ে সরব হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ

ট্রাম্প টুইটে বলেছেন, "র‍্যাডিকাল লেফট আর নিষ্কর্মা ডেমোক্র্যাটরা মিলে পার্টি অব হেট বানিয়েছে। তারা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।" এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, সম্পূর্ণ আষাঢ়ে গল্পের ওপরে ভিত্তি করে তাঁকে ইমপিচ করার চেষ্টা হচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের কার্যত হুমকি দিয়ে তিনি বলেছেন, "মনে রেখ, একদিন ডেমোক্র্যাট পার্টির কেউ প্রেসিডেন্ট হবেন। তখন হয়তো হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে রিপাবলিকানদের গরিষ্ঠতা থাকবে। এই দিনটার কথা তারা ভুলবে না।"

এন আর সি ও সি এ বি এর প্রতিবাদে শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় আন্দোলনে তপ্ত বসিরহাট

বসিরহাট, ১৪ ডিসেম্বর (হি, স) : শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় এন আর সি ও ক্যাব এর প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বসিরহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা। ক্যাব ও এনআরসির প্রতিবাদের আঁচ গিয়ে পড়ে রেল অবরোধ, পথ অবরোধ থেকে শুরু করে সীমান্ত বাণিজ্যের উপরেও।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পাস হওয়ার পর থেকেই আন্দোলনের আঁচ ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করে মুসলিমদের মধ্যে। শনিবার সকাল থেকে সেই আন্দোলনের আঁচ এসে পড়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপরে। শনিবার সকালে এনআরসির প্রতিবাদে বসিরহাট এর হাসনাবাদ শাখার কাঁকড়া মির্জানগর স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস সমর্থকরা। সকাল সাড়ে ছয়টার ডাউন হাসনাবাদ লোকাল আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় কংগ্রেস সমর্থকরা। রেল অবরোধে নাকাল হতে হয় রেলের নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য বেরোনো রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের। একইভাবে ক্যাব এর প্রতিবাদে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ হাসনাবাদ মালঞ্চ রোডের হরিপুর বাজার সংলগ্ন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। রাস্তার উপরে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুতুলে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে। রোড অবরোধ ও রেল অবরোধ ছাড়াও এনআরসি ও ক্যাব এর প্রতিবাদে আজ গিয়ে পড়ে সীমান্ত বাণিজ্যের উপরেও।

এদিন সকাল দশটা থেকে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তের ব্রিজ সংলগ্ন রাস্তার উপরে টায়ার পুড়িয়ে পথ অবরোধের নামে স্থানীয় মানুষ। সকাল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয় সীমান্তবানিজ্য। প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে পথ অবরোধ থাকায় ক্ষতির মুখে পড়তে হয় সীমান্ত বাণিজ্যের ব্যবসায়ীদের। পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেও দর্শকের ভূমিকা নিতে হয় পুলিশকে। আনুমানিক সাড়ে বারোটার পরে অবরোধ উঠে যাওয়ার পরে স্বাভাবিক হয় সীমান্তবানিজ্য।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের জের, হাওড়া থেকে বাতিল একাধিক ট্রেন

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স): নাগরিকত্ব সংশোধিত আইনের বিরোধিতা করে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে অশান্তঊ রাস্তায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাস ট্রেনেও ভাঙচুরের ঘটনা অব্যাহত রয়েছেঊ স্টেশনে স্টেশনে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় রীতি মত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন যাত্রীরা। এর জেরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে হাওড়া শাখা থেকেঊ বেশ কিছু ট্রেন গন্তব্য স্টেশনের আগেই থামিয়ে দেওয়া হচ্ছেঊ

স্টেশনে স্টেশনে বিক্ষোভের প্রভাব পড়েছে সব থেকে বেশি হাওড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। দফায় দফায় রেললাইন অবরোধ করছেন বিক্ষোভকারীরা। উলুবেড়িয়া স্টেশনে বিক্ষোভের ফলে টিকিট কাউন্টার খোলায় যায়নিঊ শনিবার টিকিট বিক্রি করতে রয়েছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। সাঁকরাইল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাতিল ট্রেনগুলি মধ্যে আছে, পুরুলিয়া-হাওড়া রুপসীবাংলা এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, রাধিকাপুর এক্সপ্রেস, হাটেবাজারে এক্সপ্রেস, হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস, মালদহ-নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস, হাওড়া-দিঘা এসি এক্সপ্রেস, হাওড়া-পুণে দুরন্ত এক্সপ্রেস, হাওড়া-তিরুপতি হামসফর এক্সপ্রেস, হাওড়া-সিএসএমটি গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসঊ এছাড়াও বাতিল করা হয়েছে, হাওড়া-এর্নাকুলাম অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস, হাওড়া-দিঘা কাণ্ডারি এক্সপ্রেস, হাওড়া-করমণ্ডল এক্সপ্রেস, হাওড়া-যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস, হাওড়া-হায়দরাবাদ ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস, শালিমার-কুর্লা এক্সপ্রেস, ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস, শালিমার-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, দিঘা-জলপাইগুড়ি পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসঊ

পাশাপাশি পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেল বহু প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করেছে। শিয়ালদহ-জঙ্গিপুর, কাটোয়া-নিমতিতা প্যাসেঞ্জার, মালদহ-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার, ভগলপুর-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার-সহ ৫০টিরও বেশি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। অপরদিকে, আমদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন করে টাটানগর, চাণ্ডিল-আসানসোল হয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবেঊ আদ্রা-শালিমার এক্সপ্রেসকেও তাঁর গন্তব্যের আগেই থামানো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে গঙ্গা কাউন্সিলের বৈঠক, গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করে জলের অবস্থা পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী

কানপুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কানপুরে জাতীয় গঙ্গা পরিষদের বৈঠকে অন্য দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যোগ দিলেও গড়হাজির হলেন তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় গঙ্গা পরিষদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে। উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ ছাড়া বাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। যদিও বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী এদিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এই বৈঠকে যোগ দেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কানপুরে পৌঁছালে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এর পরে প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে যোগ দিতে চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সিএসএ) পৌঁছান। বৈঠকে অংশ নেওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী নামামি গঙ্গার প্রকল্পগুলির অবস্থা জানতে পেরে সেখানে পড়ে থাকা ড্রেনগুলির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে বৈঠকে নামামি গঙ্গার পরবর্তী পর্ব এবং নতুন কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পরে প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা ঘাটের বাস্তব পরিস্থিতি দেখতে অটল ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং গঙ্গার আভিজাত্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অটল ঘাটে চিত্রকর্ম প্রদর্শনীও দেখেন। পরে প্রধানমন্ত্রী অটল ঘাট থেকে একশ মিটার ভাসমান জেটি থেকে অত্যাধুনিক সুরক্ষায় সজ্জিত মোটর বোটে চড়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করেন। শহরে প্রধানমন্ত্রীর সফরে স্থানীয় নাগরিকরা উচ্ছ্বসিত ছিলেন। অটল ঘাটের চারপাশে ভিড় ছিল। কেউ জলের ট্যাঙ্কারে দাঁড়িয়ে আবার কেউবা মূল ফটকে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মমতার পর এবার প্রশান্ত কিশোরকে ভোটপ্রচারের দায়িত্ব দিল আপ

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম কে স্ট্যালিনের পর এবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব তুলে দিল ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের হাতে। আগামী বছর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির হয়ে কাজ করবে প্রশান্তের সংস্থা আই প্যাক। শনিবার একথা ঘোষণা করেছেন খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আই প্যাকের তরফেও ঘোষণা করা হয়েছে নতুন চুক্তির কথা। শনিবার এক টুইটে কেজরিওয়াল জানান, "আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, আই-প্যাক এবার আমাদের জন্য কাজ করবে। স্বাগতম আই-প্যাক।" পালটা টুইট করা হয় আই-প্যাকের তরফেও। তারা বলে, "পঞ্জাবে কাজ করার সময় আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার চেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হতেই পারে না। আপনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরাও খুশি।" একসময় গোটা দেশে বিজেপি বিরোধিতার অন্যতম মুখ ছিলেন কেজরিওয়াল। যদিও, সম্প্রতি তিনি জাতীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে অনেকটাই দূরে রেখেছেন। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে আপাতত দিল্লিই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বিধানসভায় এবারে কেজরির জন্য শক্ত গাঁট হতে পারে বিজেপি। আবার কংগ্রেস পৃথকভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই, হাত শিবির কেমন ভোট কাটবে সে অঙ্কও ভাবাচ্ছে আম আদমি পার্টিকে। এসবের মধ্যেই দেশের সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক পরামর্শদাতাকে নিজেদের প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে দিল আপ। উল্লেখ্য, সম্প্রতি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, শিব সেনার হয়েও সাফল্য পেয়েছেন তিনি। পাঞ্জাবে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়েছেন প্রশান্ত। মমতার হাত ধরে সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে সফল্য এনে দিয়েছেন আই-প্যাকের কর্ণধার। এবার ডিএমকে এবং কেজরিওয়ালের হয়েও কাজ করবেন প্রশান্ত।

দুই শিবিরই তৎপড়তা বাড়াচ্ছে, শনিবার সন্ধ্যায় ভিন্ন পরিকল্পনা

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিক সংশোধনী আইন এবং এনআরসি নিয়ে দুই শিবিরই তৎপড়তা বাড়াচ্ছে। শনিবার সন্ধ্যায় এনআরসি বিরোধী বিদ্বজনেরা সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দিয়েছেন। অন্যদিকে এর এবং নাগরিক সংশোধনী আইন সমর্থকেরা পদযাত্রা করবে।

এদিন সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী একাধিক গোষ্ঠী পদযাত্রা করবে দক্ষিণ কলকাতায় হাজরা পার্ক থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি পর্যন্ত। উদ্যোক্তারা জানান , 'নাগরিকত্ব বাঙালি হিন্দুর অধিকার' এই শিরোনামের মিছিল থেকে অভিনন্দন জানানো হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দলের পছন্দের বুদ্ধিজীবীরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে সম্মেলন ডেকেছেন কলকাতা প্রেস ক্লাবে। তাঁদের তরফে বলা হয়েছে, তাঁরা "যত মত তত পথ"-এর ধারণার ওপর বর্গী হানার বিরুদ্ধে বাংলার পরম্পরাবাহিত ভালোবাসার প্রতিরোধ ও সম্প্রীতির সংকল্পে অটুট ভারতের পক্ষে। সম্মেলনে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, শুভাপ্রসন্ন, জয় গোস্বামী, আবুল বাশার, গৌতম ঘোষ, কবীর সুমন, নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, সুবোধ সরকার, হোসেনুর রহমান, অভিরূপ সরকার, অধ্যাপক দীপঙ্কর দে, অরিন্দম শীল, জুন মালিয়া, অভীক মজুমদার, প্রসূন ভৌমিক প্রমুখের থাকার কথা।

এদিকে, অযথা ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্ররোচনায় পা দেবেন না। পথ অবরোধ করে রাস্তা আটকে মানুষের ভোগান্তি বাড়াবেন না। কলকাতা পুলিশের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা ফেসবুক ট্যুইটারে পোস্ট করা হয়েছে।পাশাপাশি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফেও মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

নাগরিক সংশোধনী বিল আইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকেই শুক্রবার রাজ্যের একাধিক জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটে।শনিবারও বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদের মত একাধিক জেলায় পথ ও রেল অবরোধ চলে। সেই জায়গা থেকে শুক্রবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি বজায় রাখার আবেদন করেছিলেন। শনিবারও রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর ভিডিওবার্তা প্রকাশিত হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। শনিবার সকাল থেকে বাংলাদেশের মিরপুর ও রায়েরবাজারে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে অগণিত মানুষ শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। আজ দেশটির রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন।

আজ শোকাবহ ১৪ ডিসেম্বর, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বিজয় উৎসবের আগে দিনটিতে শ্রদ্ধা, বেদনা ও ভালোবাসার সঙ্গে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করছে সারা দেশের মানুষ। সকালে মিরপুর ও রায়েরবাজারে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে অগণিত মানুষ শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। আজ দেশটির রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে শহীদ পরিবারের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধারা বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে এবং রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। এদিন রাষ্ট্রপতি বলেন, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সমাজ গড়তে পারলেই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে। কুখ্যাত মানবতাবিরোধীদের যারা রক্ষার চেষ্টা করছে, তাদেরও একদিন বিচার হবে।

আজ আওয়ামী লীগ সূর্যোদয়ের ক্ষণে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবন ও দেশব্যাপী সংগঠনের কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিত করেছে। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। সকাল আটটায় বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বরেণ্য ব্যক্তিদের অপহরণ করে নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছিল। যুদ্ধের শেষ লগ্নে ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আরও অনেক বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্থাপিত আলবদর ঘাঁটিতে নির্যাতনের পর রায়েরবাজার বধ্যভূমি ও মিরপুর কবরস্থানে হত্যা করা হয়। এই কাজে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর ছিল রাজাকার, আলবদর ও আলশামস। ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বাধীন বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। বিজয়ের পর রায়েরবাজার ও মিরপুরে বিকৃত ও গলিত অনেক মরদেহ পাওয়া যায়। অনেকের স্বজন তাঁদের প্রিয়জনদের মরদেহের আর খোঁজই পাননি। সেইসব শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জানাতেই প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করে বাংলাদেশ।

জীবনতলায় উদ্ধার অস্ত্র কারখানা, গ্রেফতার দুই

জীবনতলা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের অস্ত্র কারখানার হদিস মিলল জীবনতলায়। মাসখানেক আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানা এলাকা থেকে একটি অস্ত্র কারখানার হদিস মিলেছিল। সেই ঘটনার পর শুক্রবার রাতে আবারও অস্ত্র কারখানার হদিস মিলল এই থানা এলাকা থেকে। এবারের ঘটনাস্থল ঝোরোর মোড়। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও জীবনতলা থানার পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে এই অস্ত্র কারখানাটি উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে সতেরোটি সম্পূর্ণ তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ও নয়'টি অসমাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া ও অস্ত্র তৈরির যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত এক বছরে বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ নিয়ে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার হদিস মিলল। এর আগে ক্যানিং, বাসন্তী ও জীবনতলা থানা এলাকাতেই এই অস্ত্র কারখানার হদিস মিলেছিল। কারখানা ছাড়াও গত প্রায় এক বছরে বারুইপুর পুলিশ জেলা এলাকা থেকে প্রায় তিনশোটির বেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শুক্রবার বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ গোপন সূত্রে এই অস্ত্র কারখানার খবর পায়।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বদলে গেছে। এখন সারা বিশ্বের উদ্বেগের কারণ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা। এক পরিবেশ বান্ধব জীবন দেওয়া হচ্ছে নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদদেরও মূল ভাবনা। স্বচ্ছ ভারত অভিযান হচ্ছে সেই লক্ষ্যেই একটি পদক্ষেপ।

পরিবারের

● প্রথম পাতার পর

দিপ্তনুর সাথে দুষ্কৃতিদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। এইদিকে শনিবার সকালে জিবি হাসপাতালে ছুটে যান সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখন দেখার পুলিশ এই হত্যার ঘটনার কিনারা করতে সক্ষম হয় কিনা।

জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে মামলার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছিল। আদালতগুলিতে মামলার উভয় পক্ষকে সহযোগিতা করতে আধা আইনি স্বেচ্ছাসেবকরা পিএলভি ছিলেন।

কাল মহান

● প্রথম পাতার পর

প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পশতবক অর্পণ, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন, বাণী পাঠ এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে বিশেষ মেনাজাত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান সেষ হবে।

দ্বিতীয় পর্বে এদিন বিকেলে রাজধঅনীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভা স্পিকার রেবতী মোহন দাসসহ অন্য বিশিষ্টজনেরা। সবশেষে বাংলাদেশে ও ত্রিপুরার শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে মিশনের প্রথম সচিব মো. জাকির হোসেন ভূঁইয়া ও দ্বিতীয় সচিব মো. এস এম আসাদ্দু জামান উপস্থিত ছিলেন।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অভিযুক্তের

তিনের পাতার পর

উর্মিলা ঝুন্ডকে হত্যা করে সৌরভ। বৃদ্ধার পুত্রবধূর ডিম্পল ও নাতনিকে জেরা করার পরেই উঠে আসে সৌরভ পুরীর নাম। এরপর সৌরভকে পাঞ্জাব থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জেরার মুখে সৌরভ জানিয়েছে, বুধবার বৃদ্ধাকে খুন করার পর বৃদ্ধার আলমারি থেকে নগদ এক লাখ টাকা নেয় সে। তারপর ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত মৃতার পুত্রবধূর বাড়িতে মৃতার নাতনি গুড়িয়াকে অনলাইনে বিমানের টিকিট কাটতে বলে। এরপর টিকিট কাটা হলে প্রথমে সে দিল্লি যায় এবং সেখান থেকে যায় চণ্ডীগড়ে।

অন্যদিকে বৃদ্ধার পুত্রবধূর ডিম্পলের মোবাইলে সৌরভের নম্বর হার্টবিট নামে সেভ করা দেখেই সন্দেহ জাগে পুলিশের মনেউ সেখান থেকেই তদন্ত করতে করতে গতকাল রাতে পাঞ্জাব থেকে সৌরভকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করলে আরও তথ্য উঠে আসবে বলেই অনুমান পুলিশের।

অরাজকতা করে বাংলায় বিজেপির হাত শক্ত করবেন না, বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে ফিরহাদ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স) : লোকসভা ও রাজ্যসভায় তুমুল বাদানুবাদের পর পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। আর এর পরেই শহর তথা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে অরাজকতা। বিভিন্ন জায়গায় বাস জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেছেন সাধারণ মানুষ। তবে এই প্রতিবাদের পন্থাকে একেবারেই ভাল চোখে দেখছে না রাজ্য সরকার। এই ধরনের প্রতিবাদ এর ফলে আখেরে বিজেপিরই লাভ হচ্ছে বলে মনে করছেন তারা।

এ বিষয়ে এদিন ফিরহাদ হাকিম জানান, 'অরাজকতা করে বাংলায় বিজেপির হাত শক্ত করবেন না। পথ অবরোধ করে বাস জ্বালিয়ে বাংলার মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। আজকে কেবল লড়াই এনআরসি লড়াই এটা হিন্দু-মুসলিমের লড়াই নয় এই লড়াই ভারতবাসী হিসেবে আমাদের লড়তে হবে'। ফিরহাদের মতে, 'একটা সম্প্রদায় অরাজকতা করলে বিজেপির লাভ হবে। বিজেপির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কিছু সম্প্রদায় বাস জ্বালিয়ে যে দাঙ্গা করার চেষ্টা করছে বাংলার মানুষের ক্ষতি হচ্ছে'।

শনিবার আরও একবার তিনি রাজ্যবাসীকে আশ্বাস দিয়ে জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন ক্যাব ও এনআরসি বাংলায় হবে না। তাহলে বাংলার মানুষ হয়ে আমরা কেন বাংলার মানুষেরই ক্ষতি করব। এই অরাজকতা চলতে থাকলে ৭০ মানুষই তবে অমিত শাহের পক্ষে হয়ে যাবে। এরপর বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার অবস্থা উত্তরপ্রদেশের মত হবে সকলকে মাথা নিচু করে চলতে হবে'।

প্রতিবাদ অবশ্যই শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে যাতে এই প্রতিবাদের ফলে বাকি মানুষের কোনো ক্ষতি না হয় এমনটাই মনে করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। তার কথায়, 'যদি প্রতিবাদ করতেই হয় তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মিছিল ডেকেছেন সেই মিছিলে শামিল হন। প্রতিবাদ করতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদ করুন আমরা ক্রিমিনাল নই যে বাস জ্বালিয়ে এভাবে অরাজকতা সৃষ্টি করে প্রতিবাদ করব'।

প্রসঙ্গত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে গতকাল অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল পার্কসার্কাস। বিকেল গড়াতেই সেই বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়ে। সংখ্যালঘুদের অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পার্কসার্কাসের সেভেন পয়েন্ট মোড়। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নেমে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আবেদন জানিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী গতকাল দুপুরেও একপ্রস্থ আন্দোলন হয় ধর্মতলায়। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনের মিছিল ঘিরে শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। যার জেরে ভোগান্তি হয় সাধারণ মানুষের প্রায় ঘন্টা খানেক পর যানজট মুক্ত এলাকা। কলকাতায় নয় উলুবেড়িয়া পশ্চিম মেদিনীপুর বর্ধমান দুর্গাপুর মুর্শিদাবাদ সহ একাধিক শহরের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সংখ্যালঘুরা।

রাহুল

● প্রথম পাতার পর

চাইতে হবে নরেন্দ্র মোদীকে। তাঁর সহকারী অমিত শাহকেও দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কেন তাঁরা ক্ষমা চাইবেন, তা আপনাদের আমি বলব।

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসী অবগত। জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করার কাজ করেন তাঁরাউ অসম, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশে গিয়ে দেখুন নরেন্দ্র মোদী কী করেছেন, ওই সমস্ত অঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি।' সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমাদের সরকারের সময় মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু, এখন আপনারা নিজেদের কাজ ভুলে গিয়েছেন।'

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোনিয়া গান্ধী বলেন, কালোটাকা ফেরত আনার ব্যাপরে মোদি বলেছিলেন। কিন্তু, তা এখনও করা হয়নি। এই কালো টাকা কাদের কাছে আছে তা প্রকাশ্যে আনা প্রয়োজন। সোনিয়া বলেন, আমরা আমাদের দেশের মা বোনদের জন্য লড়াই জারী রাখব। আজ গোটা দেশ জানতে চাইছে কোথায় গেল সবকা সাথ সবকা বিকাশ। মোদির ভুল নীতির কারণে দেশ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

জনসভায় বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও। তিনি বলেন, আজকের অর্থব্যবস্থা পাতালে পৌঁছে যাচ্ছে। মোদি জমনাতে দেশে এমন আইন তৈরী হচ্ছে যা ভারতের সংবিধান ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছে। একটা সময় ছিল দেশের অর্থব্যবস্থা অনেক ভাল ছিল। কিন্তু, বর্তমানে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে দেশের জনগণের সামনে চরম হতাশার সৃষ্টি করেছে।

মোমবাতি

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছি। কিন্তু, প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে চিকিৎসক আসেন হাসপাতালে । ফলে, দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে শিশুটি যন্ত্রণায় ছটফট করেছে । ওই দমকল কর্মী জানিয়েছেন, শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা । চিকিৎসায় গাফিলতির এই অভিযোগকে ঘিরে জনমনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

বিয়ের

● প্রথম পাতার পর

পেড়ে ৪টি বিয়ে বাতিল হয়েছে।

নাগরিক্তব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বনধে বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অনেক বরযাত্রীই ভয়ে বিয়ে বাড়িতে যেতে রাজি হননি। ফলে, বর-বধূকে কসবা কালী বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিয়ের আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে। কসবা কমলেশ্বরী কালী মন্দির পরিচালন কমিটির সদস্য জানিয়েছেন, সাধারণত বিয়ের মরশুমে সর্বোচ্চ ১৫/১৬টি বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু, বনধের কারণে গত ১১ ডিসেম্বর ২২টি বিয়ে কসবা কালী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মোদী

আটের পাতার পর

দিক খতিয়ে দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন যে উন্নয়নের মডেল হচ্ছে নমামী গঙ্গা। এটি গঙ্গা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিতে গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষকদের এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে টেকসই কৃষিকাজে জড়িত হতে উতাহিত করা উচিত। এর মধ্যে শূন্য বাজেটের কৃষিকাজ, ফলের গাছ লাগানো এবং গঙ্গার নদী লাগোয়া উদ্ভিদ নার্সারি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং প্রাক্তন-সেনা জওয়ানদের সংগঠনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। এ জাতীয় অনুশীলনগুলির সাথে জলের খেলাধুলার জন্য পরিকাঠামো তৈরি এবং শিবিরেরগুলির উন্নয়ন, সাইক্লিং এবং হাঁটার ট্র্যাক ইত্যাদির সাহায্যে ধর্মীয় ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের জন্য নদী অববাহিকা অঞ্চলের হাইব্রিড পর্যটন সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে করতে সহায়তা করবে। ইকো-ট্যুরিজম এবং গঙ্গা বন্যজীবন সংরক্ষণ এবং ক্রুজ পর্যটন ইত্যাদির প্রচার থেকে প্রাপ্ত উপার্জন গঙ্গা পরিষ্কারের জন্য স্থায়ী আয় অর্জনে সহায়তা করবে। ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড স্থাপন: নমামি গঙ্গা ও আর্থ গঙ্গার অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প এবং উদ্যোগের অগ্রগতি এবং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড স্থাপনের জন্য বৈঠকে মোদী নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মন্ত্রকের জলবিদ্যুতের জন্য ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রতিদিন গ্রাম এবং নগর সংস্থার ডেটা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সম্ভাবনাময় জেলাগুলির মতো গঙ্গা সীমান্তের সমস্ত জেলাগুলিকেও নামামি গঙ্গার আওতাধীন তদারকির জন্য ফোকাস এরিয়া তৈরি করতে হবে। এই সভায় অংশ নেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নমামি গঙ্গা ও প্রকল্পসমূহের উপর প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন।

ফুলতলী

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস দলের দুইজন সদস্য ভোটে জিতেছিল। গোটা ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক বিষ্ণুপ্রিয়া মুণিপুরী সম্প্রদায়ের এবং অর্ধেক বাঙালি সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে।

সেটা মাথায় রেখেই বিজেপি দল স্থির করেছিল যে, সাতজন সদ্যেসর মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মুণিপুরী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ আভা শর্মাকে প্রধান এবং বাঙালি সম্প্রদায়ের অতিশ মালাকারকে উপপ্রধান পদে নিয়োগ করবে। বিজেপি দলের চন্ডীপুর মন্ডল এবং ঊনকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। গত ১৬ আগসট পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েতের নয় জন সদস্যের শপথ পাঠ করান প্রিসাইডিং অফিসার বেনুমাধব চক্রবর্তী। এরপর যখনই প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচন হবে তখনই শুরু হয় বিপত্তি। দলীয় আদেশ না মেনে বিজেপি দলের সাতজন সদস্যের মধ্যে প্রমিলা সিনহা, মৃদুল সিনহা এবং রঞ্জিত সিনহা তিন সদস্য কংগ্রেসের দুই সদস্যের সমর্থন নিয়ে প্রধান পদে নিয়োগ করে বিজেপি সদস্য মৃদুল সিনহা।

এরপর প্রিসাইডিং অফিসার প্রধান পদে প্রমিলা দেবীকে এবং উপপ্রধান পদে মৃদুল সিনহাকে শপথ বাক্যও পাঠ করান। এরপর বিজেপি দলের হুইপ পেয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর বিডিও প্রদীপ দেববর্মা বিজেপি দলের প্রমিলা সিনহা, মৃদুল নিসহা এবং রঞ্জিত সিনহা এই তিন সদস্যের সদস্য পদ খারিজ করেন। এরপর থেকে ফুলতলী পঞ্চায়েত হ্যাং হয়ে আছে। কোনো ধরনের রেগার কাজ কিংবা কোনো উন্নয়ন মূলক কাজ হচ্ছে না বলে জানান পঞ্চায়েতের সচিব উপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। তবে স্বার্থের জন্য কোনো নীতি নেই তা আবারও প্রমাণ হলো কৈলাসহরের শ্রীনাথপুর এবং ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতে। যদিও সদস্য পদ খারিজ হওয়ার পর বিজেপি দলের তিন সদস্য আদালতে মামলা করেছেন। আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় বিডিও কিংবা জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

তবে বিজেপি দলের তিন সদ্যস এমন কাজ করায় বিজেপি দলের মধ্যে কোন্দল এবারও প্রকাশ্যে এল। দলের জেলাস্তরের দুই নেতা গোষ্ঠী কোন্দলে এর কারণে এমনটাই হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এই বিষয়ে জেলা কমিটির সহ সভাপতি বাবু লাল সিনহার কথাতেই দলীয় কোন্দেলের কারণেই এমন হয়েঝেক্সছ বলে দাবি করেন।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। টানা দুই দিন ধরে এই পরিস্থিতিতে কোনও বদল হচ্ছে না। বরং মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রশাসন অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করছে না। পরিস্থিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে তাও জানা যাচ্ছে না।

এদিকে গন্ডাছড়াতেও একই পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে। বনধের ভয়াবহতায় প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছে। আজ ডিসিএম ও মহকুমা শাসক এবং কৃষি দপ্তরের আধিকারীকরা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনে গিয়েছিলেন। অন্তত, ২৫ জন কৃষকের ফসল নষ্ট হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। গন্ডাছড়ায় ২০কার্ড এলাকায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনে গিয়ে কৃষকদের ক্ষোভ আঁচ করতে পেড়েছেন প্রশাসনিক আধিকারীকরা। তবে, কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে তারা আশ্বাস দিয়ে এসেছেন।

কাঞ্চনপুর এবং গন্ডছড়ার উদ্ভুত এই পরিস্থিতি সহসা স্বাভাবিক করা না হলে সমস্যা জটিলাকার ধারন করতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৌশল অবলম্বন করতে হতে রাজ্য সরকারের। গুচ্ছ গ্রামে তাদের পুর্নবাসনের বদলে রিয়াং শরণার্থীদের সারা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে হবে। নইলে কাঞ্চনপুরে রিয়াং শরণার্থীদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে না।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

উদ্যোগে সর্বদলীয় সভা ডেকে সর্বত্র শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আবেদন জানানো হোক।

মহকুমা ও ব্লক স্তরে প্রসাসনের উদ্যোগে অনুরূপ সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হোক। যারা হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হোক। যারা বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাদের স্ব স্ব এলাকায় ফিরে যাবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মন থেকে সন্দেহ অবিশ্বাস দূর করতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হোক। হিংসাত্মক আক্রমণে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেয়া হোক।

রাজ্যের সমস্ত অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে এবং উস্কানি ও প্ররোচনাদাতাদের কোণঠাসা করে শান্তি বিঘ্নের যেকোনও অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী আহ্বান জানিয়েছেন।

কর্তব্যরত

● প্রথম পাতার পর

লিখিত অভিযোগ পেলে উনি ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে যাবেন বলে জানান।

পিটার স্নেল

আটের পাতার পর

বিভাগেই সোনা জিতে নিয়েছিলেন এই কিংবদন্তি রানার। টোকিও অলিম্পিকে জোড়া সোনা জয়ের পরের বছরেই (১৯৬৫) অবসর নেন কিংবদন্তি অ্যাথলিট। পরবর্তীতে একজন ক্রীড়াবিজ্ঞানী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন স্নেল। মার্কিন মুলুকে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করলেও জন্মভূমি নিউজিল্যান্ডের প্রতি আবেগ কখনও ফিকে হয়নি। ২০০৯ 'স্যার' সম্মানে ভূষিত হওয়ার পাশাপাশি বিংশ শতকে দেশের 'সেরা ক্রীড়াবিদ' সম্মান পেয়েছিলেন স্নেল।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

প্রচার করবো না। বদলে শিক্ষা, মেডিকেল হাব, পরিকাঠামো ইত্যাদির বিকাশের জন্য যখন স্বীকৃতি পাবো তখনই গর্বিত হব। তাঁর দাবি, যদিও এর মধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় সম্মান পেতে শুরু করেছে ত্রিপুরা। এদিন তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ৩ বছরের মধ্যেই ত্রিপুরা নিজের পায়ে চলা শুরু করবে। ইতিমধ্যেই এমন বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ত্রিপুরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

এদিন প্রথমেই কলাবাগানের অভিজিৎ দেববর্মা"র বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সবার কথা শোনেন। সেখানেই মধ্যান্নভোজন করার পর তাদের অনুরোধে এলাকার প্রাচীন মন্দিরে গিয়ে প্রনাম করেন। এলাকাবাসীর দাবিতে আশ্বাস দেন, এখানে একটি মন্দির তৈরিতে তিনি সাহায্য করবেন।

এর পরে মুখ্যমন্ত্রী চলে যান রবীচরণ ঠাকুর পাড়ায়। সেখানে তিনি কৃষ্ণ চন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলেন। অনেকেই তাঁর কাছে বিভিন্ন দাবি তোলে ধরেন। এর বেশীরভাগই তিনি পূরণ করেন। ফের কলাবাগানে পায়ে হেঁটে আসার সময় তাদের অনুরোধে শিপ্রা ভারত মজুমদার, বীরেন্দ্র দত্তের বাড়িতে যান। শ্রী দত্তের বাড়ির বৃদ্ধরা যোগ্য হওয়া সত্বেও এতদিন ভাতা পেতেন না। এরও সমাধান করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে স্থানীয় ক্যান্সার রোগী কাজল দে"র বাড়িতে গেলে, তার চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কথা জানতে পারেন তিনি। সেগুলোর সমাধান করার পর মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দেবার কথাও ঘোষণা করেন।

এভাবে তিনি আজ অনেকের সমস্যাই শুনেছেন এবং তার সমাধান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর শেষ করে ফেরার পথে তাঁকে কেন্দ্র করে মানুষের ভিড় এক প্রকার রোডশো"র রূপ নেয়। বলা যেতে পারে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে রীতিমতো উৎসবের আবহ তৈরি হয় জিরানিয়া ও মান্দাই এলাকায়। আজকের এই সফর শেষ করার আগে, মান্দাইয়ে দলীয় কার্যালয়ে যান বিপ্লব কুমার দেব। সেখানেও দলীয় কর্মী ও মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

াঙ্গন

তিন মাস পর একদিনের ক্রিকেটে কোহলির দল, লড়াই এবার চেন্নাইতে

অগাস্টা মাসের ১৪ তারিখ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে শেষ একদিনের ম্যাচ খেলেছিল ভারতীয় দল। তারপর থেকে একদিনের ক্রিকেটে আর মাঠেই নামা হয়নি কোহলিদের। গত কয়েক মাসে বিশ্ব ক্রিকেটে শুধু টেস্ট ও টি-২০ ম্যাচ নিয়েই যত আলোচনা। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ। তাই ক্রিকেটের সব থেকে ছোট ফরম্যাটের দিকে একটু বেশি ফোকাস করছে সবকটি দেশ। সঙ্গে চলছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আইসিসি এই উদ্যোগটাও গুরুত্ব সহ দেখছে ভারত সহ বিভিন্ন দেশ। তাই বিশ্বকাপের পর থেকে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচের সংখ্যাটাও যেন কমে গেছে। তাইতো তিন মাস পর আবার একদিনের ক্রিকেটে মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় দল। তাই নতুন করে একটু ফোটোশ্যুটও হয়ে গেল রোহিতদের নিয়ে।ভারতীয় ক্রিকেটে এখন যাবতীয় চর্চা আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে তাই রবিবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ

একদিনের সিরিজ নিয়ে উন্মাদনা কোথায় যেন একটু কম। তাই প্রথম ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট কোহলির বদলে এলেন দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। তবে একদিনের সিরিজ হোক বা টি-২০ ক্রিকেট, ভারতীয় শিবিরে একটা প্রশ্ন কমন। সেটা ঋষভ পন্থের ফর্ম। টি-২০ সিরিজে একটি হলেও উন্নতি হয়েছে তাঁর খেলায়। এবারও কঠিন পরীক্ষায় নামতে চলেছেন পন্থ। কারণ একদিনের ক্রিকেটে উইকেটে টিকে খেলার একটা সময় পাওয়া যায়, ঋষভ এবার কি করছেন সেটা দেখতে চাইছেন সবাই। তবে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে সবাই তরুণ উইকেট কিপারকে সাহস যুগিয়ে চলেছেন। ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর বলছেন, একটা ইনিংস ঋষভকে বদলে দেবে। ঋষভের ব্যাটে রান এলেই সবই বুঝতে পারেবন কেন এই ক্রিকেটারের ওপর দল ভরসা রাখছে। বলছেন বিক্রম।চোটের জন্য একদিনের সিরিজ থেকে আগেই ছিটকে গেছেন শিখর ধাওয়ান। তাঁর জায়গায় একদিনের দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে মায়াঙ্ক আগারওয়ালকে। আর এখানেই প্রশ্ন, রবিবারের ম্যাচে চেন্নাইতে রোহিতের সঙ্গে ওপেন করতে কে নামবেন, রাহুল না মায়াঙ্ক? বিশ্বকাপে শিখর চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর রোহিতকে সঙ্গ দিয়েছিলেন রাহুল। তাঁর ব্যাটেও রান ছিল। পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই সদ্য শেষ হওয়া টি-২০ সিরিজে দুরন্ত ব্যাটিং করেছে কর্নাটকের এই ক্রিকেটার। ওপেনার হিসেবে ছন্দে রয়েছেন তিনি। এদিকে টেস্ট ওপেনার হিসেব দারুণ শুরু করেছেন মায়াঙ্ক। তিনিও জায়গা দাবি করেন। তাই একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে রোহিতার সঙ্গে কাকে ওপেনার হিসেবে পাঠানো হবে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে কোহলি-শাস্ত্রীকে।

টেস্টের পর একেবারে ”চাহাল টিভি”-তে অভিষেক হল মায়াঙ্কের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: গেমপ্ল্যান যদি আপনার ঠিক থাকে, তাহলে ক্রিকেটের সব ঘরানায় মানিয়ে নেওয়া যায়। মায়াঙ্ক আগরওয়াল তেমনই মনে করেন। তার সেই বিশ্বাসের কথাই ”চাহাল টিভি”-তে শোনালেন তিনি।চোটের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়া শিখর ধাওয়ানের জায়গায় দলে এসেছেন তিনি। রবিবার সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচ। তার আগে শনিবার ”চাহাল টিভি”-তে এসেছিলেন মায়াঙ্ক। সেখানেই চাহাল তাঁকে বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। জানতে চান, কী করে তিনি লাল বলের ক্রিকেটের পর সাদা বলের ক্রিকেটের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন।জবাবে মায়াঙ্ক বলেন, ”একজন ক্রিকেটার হিসেবে সব ঘরানার ক্রিকেটেই খেলা আমার লক্ষ্য। কারণ ক্রিকেট না খেলার চেয়ে খেলতে থাকা অনেক ভাল। আর বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে, প্রাথমিক ব্যাপারগুলো কিন্তু একই। তাই গেমপ্ল্যান নিজের কাছে স্পষ্ট থাকলে আর খেলাটা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার থাকলে বিভিন্ন ঘরানায় মানিয়ে নেওয়া কঠিন নয়।”গত ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট অভিষেক হয়েছিল মায়াঙ্কের। তারপর টেস্টে ক্রমশ উন্নতির রাস্তায় থেকেছেন তিনি। তবে টেস্ট না একদিনের ম্যাচ, তা নিয়ে ভাবতে চান না মায়াঙ্ক। তাঁর কথায়, ”যেখানেই খেলি না কেন, সবসময় ভাবি, কীভাবে দলের কাছে সম্পদ হয়ে উঠতে পারি। কীভাবে অবদান রাখতে পারি দলের কাছে। আমি যদি ব্যাটে রান না করতে পারি, তাহলে ভাবি কীভাবে ফিল্ডিংয়ে ছাপ রাখব। মাঠে কীভাবে আরও এনার্জি আমদানি করব।”আগরওয়াল টেস্টে দুটো দ্বিশতরান করেছেন। একটা সেঞ্চুরিও রয়েছে। সেই ব্যাপারে তিনি বলেছেন, ”আমি প্রতিটি ম্যাচ জিততে চাই। প্রত্যেকটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। এই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামি। তবে ১০০ শতাংশ

সাফল্যের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না কখনই। কিন্তু যা করলে পারফরম্যান্স ভাল হতে পারে, সেই চেষ্টা তো করতেই হবে।”চাহালের সঙ্গে মজা করতেও দেখা গেল মায়াঙ্ককে। বললেন, ”এই প্রথমবার চাহাল টিভিতে এলাম আমি!” টেস্টের পর ৫০ ওভারের ক্রিকেট বা টি ২০ তে নয়, যেন ”চাহাল টিভি”-তেই অভিষেক করলেন তিনি! যা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন চাহাল। পাল্টা তিনি বললেন, ”যেভাবে হাতের পেশি ফোলাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র জিম করে এসেছে।” এরপর দু”জনেই গলা জড়িয়ে হেসে ওঠেন।

কেন নিলামের আগেই দিল্লি ক্যাপিটালস নিল রাহানে-অশ্বিনকে? ফাঁস করলেন পন্টিং

আইপিএলে শেষ মরসুমে সেরা ছন্দে দেখা যায়নি রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও অজিঙ্ক রাহানেকে। তবু কিংস ইলেভেন পঞ্জাব ও রাজস্থান রয়্যালস থেকে অশ্বিন-রাহানেকে নিলামের আগেই দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।অশ্বিন-রাহানের কেউই ওভারের ফরম্যাটে দেশের হয়ে এখন নিয়মিত নন। দু”জনেই খেলেন টেস্টে। রাহানে দলের সহ-অধিনায়ক। আর অশ্বিন দলের সফলতম স্পিনার। সাদা বলের ক্রিকেটে খুব বেশি খেলার মধ্যেও নেই দু”জনে। বরং লাল বলের ক্রিকেটেই প্রধানত দাপট দেখান এই দুই ক্রিকেটার। এই পরিস্থিতিতে আইপিএলে কেন নেওয়া হল দু”জনকে, স্বাভাবিক ভাবেই উঠছে প্রশ্ন।দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিং অবশ্য জানিয়েছেন ঘরের মাঠ ফিরোজ শাহ কোটলার পিচ এই দুই ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে

করছেন তাঁরা। আর সেই কারণেই নেওয়া হয়েছে তাঁদের। পন্টিংয়ের কথায়, ”ওরা দু”জন এমন ধরনের ক্রিকেটার, যাঁদের কোটলার পিচে ভাল করার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া দু”জনের অগাধ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। গত কয়েক মাসে আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছি। যাতে এ বার প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকি না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেছি।”আইপিএলের নিলামে কী হবে দিল্লি ক্যাপিটালসের পরিকল্পনা? পন্টিং বলেছেন, ”জোরে বোলারদের দিকে আমাদের নজর থাকবে। বিশেষ করে বিদেশি জোরে বোলারদের দিকে। প্যাট কামিংসের জন্য দর উঠতে পারে। ক্রিস ওকসের জন্যও তাই। আমার কাছে অলরাউন্ডাররাও খুব আকর্ষণীয়। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়নিস, মিচেল মার্শ, জিমি নিশাম, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমিদের জন্যও উঠতে পারে দর। নিলামে যাওয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে ঠিক কেমন ক্রিকেটার দরকার।”টেস্টের পর একেবারে ”চহাল টিভি”-তে ডেবিউ করলেন এই ভারতীয় ওপেনার!তবে দিল্লির যে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন নেই, তা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন পন্টিং। কোচের কথায়, ”আমাদের দলে তিনজন ওপেনার রয়েছে। তাই আর ওপেনারের দরকার নেই। প্রথম এগারোয় কোথায় সমস্যা রয়েছে, সেটা চিহ্নিত করতে হবে আমাদের।” গত মরসুমে আইপিএলের প্লেঅফে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে পন্টিং বলেছেন, ”ওটা খুব হতাশাজনক ছিল। তবে আমরা দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছিলাম। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার সাত-আট মাস পরেও কখনও কখনও মনে হয়, আমরাই ছিলাম সেরা দল।”

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চার নম্বরে দিল্লির এই ক্রিকেটারকে চাইছেন কুম্বলে

চার নম্বরে ব্যাট করতে নামুন শ্রেয়াস আইয়ার। এমনটাই মত ভারতের প্রাক্তন হেড কোচ অনিল কুম্বলের। দাপটের সঙ্গে টি টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ।প্রথম ওয়ানডের বল গড়ানোর আগে কুম্বলে বলছেন, ””””শিখর ধওয়ন না থাকায় লোকেশ রাহুলকে ওপেন করতে পাঠানো হবে। আমরা শ্রেয়াস আইয়ারকে দেখেছি। ও পরিণতও হয়ে উঠেছে। আমি চাই ও চার নম্বরেই ব্যাট করতে নামুক।””””বিশ্বকাপের সময় থেকে ভারতের চার নম্বর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে ধাঁধা রয়েছে। বিশ্বকাপের আগে অম্বাতি রায়ুডুকে চার নম্বরের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নির্বাচকদের খুশি করতে পারেননি। বিশ্বকাপে বিজয় শঙ্করকে চার নম্বরে পাঠানো হলেও চোটের জন্য তাঁকে মেগা টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হয়।নিলামে এই বিদেশি ওপেনারদের দিকে নজর থাকবে নাইট রাইডার্সেরতার পরে কখনও ঋষভ পন্থ, কখনও হার্দিক পাণ্ড্যকে ব্যবহার করা হয়েছে। চার নম্বর পজিশনে কেউই সে ভাবে নির্ভরতা দিতে পারেননি। রবিবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে নতুন আরও একটা ওয়ানডে সিরিজ। সেই সিরিজে চার নম্বর জায়গার জন্য কুম্বলের প্রথম পছন্দ দিল্লির শ্রেয়াস আইয়ার।

সীমিত ওভারের ক্রিকেট ভাল খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একাধিক মারকুটে ব্যাটসম্যান রয়েছে ক্যারিবিয়ান স্কোয়াডে। যে কোনও মুহূর্তে বিপক্ষের বোলারদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানরা। কুম্বলে চাইছেন ওয়ানডে সিরিজে ভারতীয় বোলাররা দাপট দেখাক। তাঁর মতে, ”ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে হার্ড হিটারের সংখ্যা বেশি। ফলে

ভারতীয় বোলারদের চ্যালেঞ্জ বাড়ছে।””””

ওয়ানডে সিরিজে ভারতীয় বোলারদের কাছ থেকে দারুণ পারফরম্যান্স দেখতে চাইছেন দেশের প্রাক্তন লেগ স্পিনার। দেশের সমস্ত ক্রিকেটপ্রেমীর মতোই কুম্বলেও তাকিয়ে থাকবেন ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের দিকে।

দীপিকার পছন্দ ভারতের প্রাক্তন এই অধিনায়ক

কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর বা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নয়! কিংবা বর্তমান সময়ের পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী মহেন্দ্র সিং ধোনি বা বিরাট কোহলিও নয়। পছন্দের সর্বকালীন সেরা ক্রিকেটারের নাম জানতে চাওয়ায় এই চার ক্রিকেটারকে বাদ রেখে অন্য এক কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নাম জানালেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাদুকোন।পর্দায় দীপিকা যখন ক্রিকেটারের স্ত্রীউল্লেখ্য কপিল দেবের ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে তৈরি সিনেমা ৮৩তে অভিনয় করেছেন দীপিকা। যেখানে কপিল দেবের চরিত্রে রণবীর কাপুর ও কপিল দেবের স্ত্রী রোমি দেবের চরিত্রে দীপিকা পাদুকোন অভিনয় করেছেন।দীপিকার পছন্দের ক্রিকেটার কে?ক্রিকেট নিয়ে এক আড্ডায় দীপিকা তাঁর চোখে সর্বকালীন সেরা ক্রিকেটার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়কে সবার উপরে রেখেছেন। বলিউডের মাস্তানি বলেন, ”আমি ছোটবেলা থেকে রাহুল দ্রাবিড় স্যারের খুব বড় ভক্ত। দ্রাবিড় স্যার আমার কাছে অণুপ্রেরণার ভান্ডার। ”রণভীরের সঙ্গে ম্যাচ দেখেন দীপিকাদীপিকা বলেছেন,”সময় পেলে রণভীরের সঙ্গে ম্যাচ দেখতে বসে যাই। সবাই জানে রণভীর দারুণ ফুটবলভক্ত। কিন্ত ও ক্রিকেটাও দারুণ ভালোবাসে। ক্রিকেটের বড় ম্যাচ হলে আমরা সবসময় আপডেট রাখি।”

শূন্যর সেঞ্চুরি আফ্রিদির, নাম এখন ”ডাকবাবা

নাম তাঁর শাহিদ আফ্রিদি। টিমমেটরা ডাকতেন ”লালা” বলে। আর অনুরাগীদের কাছে তাঁর নাম ছিল ”বুম বুম”। এহেন আফ্রিদিকে যে ফের একটা নতুন নামে ডাকা হবে তা হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করেননি বিশ্বক্রিকেটের অন্যতম ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন তাঁর নাম ”ডাকবাবা”। তার অবশ্য একটা কারণ রয়েছে। ক্রিকেট কেরিয়ারে শূন্য রানে আউট হওয়ার সেঞ্চুরি করেছেন আফ্রিদি।পাকিস্তানের হয়ে সবথেকে বেশিদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন তিনি। অধিনায়কত্বও করেছেন অনেকদিন। ক্রিকেটে তাঁর পরিচয় ছিল ধ্বংসাত্মক ব্যাটসম্যান হিসেবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছক্কার হিসেবে ক্রিস গেইলের (৫৩৪) পরেই নাম আফ্রিদির (৪৭৬)। সেইসঙ্গে ডান হাতি লেগ স্পিনটাও ভালই করতেন।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও বিশ্ব জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে বেড়ান আফ্রিদি। পাকিস্তান ক্রিকেট লিগ ছাড়াও বাংলাদেশ প্রমিয়ার লিগ, আবু ধাবি প্রমিয়ার লিগ, টি টেন লিগ প্রভৃতি টুর্নামেন্টে দেখা যায় তাঁকে।

যদিও এখন সেই মেজাজ নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্য অনেকেই দলে নেন তাঁকে।বর্তমানে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ঢাকা প্লাটুন দলে খেলেন আফ্রিদি। লিগের প্রথম ম্যাচেই রাজশাহী রয়্যালসের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে রবি বোপারার প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হন আফ্রিদি। আর তার সঙ্গেই তাঁর কেরিয়ারে ১০০টি শূন্য পূর্ণ হয়। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই শূন্যর সেঞ্চুরি নিয়ে শুরু হয়েছে মস্করা। তাঁকে সবাই ”ডাকবাবা” (শূন্য রানে আউট হলে ক্রিকেটীয় পরিভাষায় তাকে ডাক বলা হয়) বলেই ডাকছে সবাই।১৯৯৫ সালে পাকিস্তানের অনূর্ধ ১৯ দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম শূন্য করেছিলেন আফ্রিদি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ৪৪বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। বাকিগুলো সব ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। বিশ্বের যে টুর্নামেন্টই তিনি খেলেছেন, একবার অন্তত শূন্য রানে আউট হয়েছেন। আর তাই ”বুম বুম” আফ্রিদিকে সবাই এখন ডাকছেন ”ডাকবাবা” বলে।

গতি কমে গিয়েছে বলায় টুইটারে তীব্র কথা কাটকাটি আর্চার-বেস্টের

বাগযুদ্ধে জড়ালেন জোফ্রা আর্চার ও টিনো বেস্ট। টুইট ও পাল্টা টুইটে দু”জনের কথার লড়াই রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়েছে ক্রিকেটমহলে।২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে নজর কেড়েছিলেন আর্চার। তার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাশেজে তিনি চমকে দেন ক্রিকেটবিশ্বকে। কিন্তু ইংল্যান্ডের নিউজিল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজে একেবারে সাদামাটা দেখিয়েছে তাঁকে। দুই টেস্টের চার ইনিংসে তিনি নেন মোটে দুই উইকেট। আগের সিরিজে নিয়মিত বিপক্ষ ইনিংসে আঘাত হানলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে হতাশ দেখিয়েছে তাঁকে। যদিও ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট তাঁকে আড়াল করে জানান যে, এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবেন আর্চার।টেস্টের পর একেবারে ”চহাল টিভি”-তে ডেবিউ করলেন এই ভারতীয় ওপেনার!কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন পেসার টিনো বেস্ট টুইটারে সোজাসুজি সমালোচনা করেন আর্চারের। তাঁর বলের গতি কমে গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। আর এতেই রেগে যান আর্চার। তিনিও পাল্টা টুইট করে তীব্র কটাক্ষ করেন বেস্টকে।টিনো বেস্ট টুইট করেছিলেন, ”আর্চারের এত মন্থর বোলিং নিয়ে কেউ কি উদ্বিগ্ন?জীবনের দ্বিতীয় সিরিজেই গতি কমে গিয়েছে ওর।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে ও তো বিশ্রাম পেয়েছিল। তার পরও কী ভাবে সিরিজের প্রথম টেস্টে গতি কমে গিয়েছিল?ও কি আহত?ওকে তো এ বার মিডিয়াম ফাস্ট বোলার বলতে হবে।”জবাবে খোঁচা দিয়ে আর্চার লেখেন, ”ক্যাপ্টেন আর আমি চিন্তিত নই। এই উদ্বেগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এটা আমার সত্যিই ভাল লেগেছে।”টিনো বেস্ট এর পর আরও এক পোস্ট করেন। বলেন,আর্চার গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করতে চান না। তাঁর উচিত সমালোচনা গ্রহণ করা। তিনি টুইট করেন, ”এই প্রজন্মের সমস্যা হল, এরা কেউ গঠনমূলক সমালোচনা সহ্য করতে পারে না!

আমার ছেলের ক্ষেত্রে এটা দেখি। এখনকার তরুণরা বড়দের সম্মান করতে পারে না। কিন্তু বয়স্কদের থেকে শিক্ষা নিয়েই চলতে হয়।”জবাবে আর্চার ফের টুইট করেন। তিনি লেখেন, ”গঠনমূলক সমালোচনাই উদ্দেশ্য থাকলে সরাসরি আমাকে মেসেজ পাঠানো যেত। বার্বাডোজ তো আর তেমন বড় জায়গাও নয়। যাক,টুইটারে বাজার গরম করছ যখন করে যাও।

মেসি রোনাল্ডোকে টপকে নতুন রেকর্ড এম্ব্যাপের

মেসি রোনাল্ডোকে টপকে নতুন রেকর্ড করলেন। ক্লাব পর্যায়ে গোলের সেঞ্চুরি করেছেন ২১ বছর বয়সী ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই বয়সে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো কেউই ১০০ গোলের গণ্ডি পেরোতে পারেননি।২২ বছর ৬ মাস বয়সে ১০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন মেসি। আর রোনালদো সেই কৃতিত্ব দেখান ২২ বছর ১১ মাস বয়সে। হালের দুই ফুটবল মহাতারকার ১ বছর আগেই এ কীর্তি গড়েছেন এমবাপ্পে। মোনাকোর হয়ে ২৭ গোল করেন তিনি। বর্তমানে পিএসজির হয়ে করে ফেলেছেন ৭৩ গোল। গোলসংখ্যায় মেসি ও রোনালদোকে টেক্কা দেবেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এখন পর্যন্ত যা আভাস তাতে পরিসংখ্যান ফরাসি তারকার পক্ষেই সাফাই গাইছে।

২০২৩ মেয়েদের বিশ্বকাপের ফাইনাল চার আবেদনকারী দল কারা

২০২৩ সালে মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। আর সেই আসর কোন দেশে বসতে চলেছে? বিশ্বকাপকে ঘিরে সেই প্রশ্ন এখন ফুটবলমহলের মনে (ঘ া ব . । ে ফ ব . । করছে।শেষবার(২০১৯ সালে) ফ্রান্সের মাটিতে সফলভাবে মেয়েদের বিশ্বকাপের আয়োজন হয়েছে। ফ্রান্সের পর এবার বিশ্বকাপের আয়োজক কারা হবে, সেই দিকে নজর ফুটবলপ্রেমীদের। ২০২০ সালে জুন মাসে চূড়ান্ত আয়োজক দেশ কে হবে, ফিফার পক্ষ থেকে সেই তথ্য জানানো হবে।২০২৩ মেয়েদের সিনিয়র বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য এই মুহূর্তে চারটি দেশ বিড করে দারুণভাবে লড়াইয়ে রয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়েদের বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য বিড করার শেষ সময়সীমা ছিল। সেই সময়সীমা পার হওয়ার পর, বাছাই পর্ব শেষে বিশ্বকাপে আয়োজনের লড়াইয়ে কোন দেশগুলি রয়েছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত বিড করার সময়সীমা শেষের আগে শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যৌথভাবে ২০২৩ বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য আবেদন করা হয়। ২০২৩ সালে প্রথমবার ৩২ টি দেশকে নিয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপ হবে। সেকারণে আবেদন করা দেশগুলি নিজের দেশের টুর্নামেন্ট ছিনিয়ে নিতে একে অন্যকে জোড় টক্কর দিচ্ছে।যার শেষটায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড যৌথভাবে লড়াই প ৎ ে ব শ করল।অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের পাশাপাশি ব্রাজিল, কলোম্বিয়া, জাপান বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য আবেদন করেছে। আবেদনকারী দেশগুলির বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষমতা খতিয়ে দেখে ২০২০ সালের জুনে ইথিওপিয়াতে ফিফা কাউন্সিলের বৈঠকে চূড়ান্ত আয়োজক দেশের নাম ঘোষণা করা হবে।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

জনতার মাঝে গিয়ে অভাব-অভিযোগ শুনছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির নানা গুজবের মধ্যে আসল চিত্র জানতে সরাসরি জনতার মাঝে যাচ্ছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সরাসরি মানুষের ঘরে পৌছে যাচ্ছেন তিনি। জাতি-জনজাতি সকলের সাথেই কথা বলছেন। এছাড়াও শুনছেন মানুষের অভাব অভিযোগও। তাঁর কথায়, মানুষ যেভাবে আমাকে চাইছিল, সেইভাবেই আমি কাজ করতে চাইছি। মানুষ কি চাইছেন, তাদের চিন্তাধারা কি, তা তাঁদের কাছে গিয়ে জানতে পারছি। আসল চিত্র উঠে আসছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা মডেল রাজ্য তখনই হবে, যখন জনতা খুশি থাকবেন। তাই জনতাকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি। সে জন্যই আমি জনতার মাঝে এসেছি। তাঁর বিশ্বাস, ত্রিপুরা মডেল রাজ্য হবেই, জনগনও খুশি থাকবেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে জনমনে আলাদা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে। কেউ বলেছেন, আমাদের এই এলাকায় এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী আসেন নি। অনেকে বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গ্রামে আসতে পারে, তা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি।" এরকম আরও অনেক কথায় অনেকটা ঘরের ছেলের মতই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে আজ বরণ করে নিয়েছেন জিরানিয়া ও মান্দাই এলাকার মানুষ।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সময়ে বিপ্লব কুমার দেব বলে থাকেন যে, রাজ্যকে জানতে হলে প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে হবে। কথাগুলি বলেই যে তিনি থেমে থাকেননি, তার প্রমাণ রাখলেন আজও। সোনামুড়ার পর আজ জিরানিয়ার বেশ কয়েকটি গ্রামে আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে জনগণের মুখে বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনলেন তিনি।

জিরানিয়া সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ কাজগুলো করার জন্যই তো মানুষ আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন। তা ভুলে গেলে ওই পদে থাকার যোগ্যতা হারাব।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় স্থানীয় কলাবাগান এলাকায় পৌঁছতেই, সেখানে জড়ো হন গ্রামবাসীরা এবং প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তাঁরা তুলে ধরেন বিভিন্ন সমস্যার কথা। পাশাপাশি, ওই এলাকায় বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রেগায় কালকেও ত্রিপুরা ৭টি পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু এর জন্য আমরা ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার ছত্তিগড়ের মন্ত্রী গুরু রুদ্র কুমার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

গঙ্গা উপমহাদেশের পবিত্র নদী, এর পুনরুজ্জীবনে জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় : মোদী

কানপুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স) : গঙ্গা গোটা ভারত উপমহাদেশের একটি পবিত্র নদী। গঙ্গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থের অভাব হতে দেবে না বলে শনিবার সাফ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, সরকার এজন্য কাজ শুরু করেছে। এই কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি। গঙ্গা নদীর বিষয়ে কার্যকলাপ এমন হওয়া উচিত, যা গোটা বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী জাতীয় গঙ্গা পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সিএসএ) পৌঁছান। কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গার কার্যকলাপ দেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। ২০১৪ সাল থেকে এ নিয়ে অনেক কাজ করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জাতীয় গঙ্গা পরিষদকে গঙ্গা অববাহিকা এবং এর উপনদীগুলির দূষণ রোধ ও পুনরুজ্জীবনের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিনে এই সভার উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রকের সমস্ত বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রনালয়ে ''গঙ্গা কেন্দ্রিক'' পদ্ধতির গুরুত্বকে শক্তিশালী করা। প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা নদী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের বিভিন্ন দিক নিয়ে করা কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আলোচনা করেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মা গঙ্গা উপমহাদেশের পবিত্রতম নদী এবং এর পুনরুজ্জীবনের জন্য সঙ্গবদ্ধভাবে কাজের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালে ''নামামি গাঙ্গে'' চালু করার পর থেকে সরকার অনেক কিছু করেছে, যা গঙ্গার দূষণ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রচেষ্টা এবং কর্মকাণ্ডকে সঙ্গবদ্ধ করার একটি উদাহরণ। নরেন্দ্র মোদী বলেন, গঙ্গা দেশের পাঁচটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে যায় এবং নদীতে পর্যাপ্ত জলের প্রবাহ ধরে রাখতে এই রাজ্যগুলিতে গত পাঁচ বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে নতুন নিকাশী ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে ৭৭০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জনগণের সহায়তার প্রত্যাশা: প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে, নির্মল গঙ্গার সংস্কারের জন্য সর্বসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। স্কিমগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর কাঠামো প্রয়োজনীয়। এজন্য সব জেলায় গঙ্গা কমিটির দক্ষতা উন্নত করতে হবে। গঙ্গাকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজনীয়। সরকার কাঠামোর বাকী কাজগুলো করছে। আমাদের এটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী দিনগুলিতে, গঙ্গার পুনর্জীবনের আলোচনাটি কেবল ভারত উপমহাদেশ নয়, বিশ্ব মঞ্চে হওয়া উচিত। সিজিএফের জন্য সাড়ে কোটি : প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন - সরকার গঙ্গা পুনর্জীবন প্রকল্পের অর্থায়নে এনআরআই এবং কর্পোরেট সত্তাদের অবদানের সুবিধার্থে ক্লিন গঙ্গা তহবিল (সিজিএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সিজিএফকে ১৬.৫৩ কোটি টাকা দিয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে প্রাপ্ত নিলাম এবং সিওল শান্তি পুরস্কারের টাকা থেকে এই টাকা পাওয়া গেছে। মহিলাদের স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত: সার্বিক ছয়ের পাতায় দেখুন

সোনিয়া, রাহুলের হাত শক্ত করার আহ্বান জানালেন মনমোহন সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লির রামলীলা ময়দানে ভারত বাঁচাও সমাবেশের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের নিন্দায় মুখর হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

শনিবার মনমোহন সিং জানিয়েছেন, ছয় বছর আগে যে প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র মোদী দিয়েছিলেন, তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন।

একের পর এক উদাহরণ তুলে ধরে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার, পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, তরুণ প্রজন্মের জন্য দুই কোটি কর্মসংস্থান মত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

সমাবেশে সমবেত জনগণকে উদ্দেশ্য করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দাবি করেন যে, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর হাত শক্ত করুন। দল হিসেবে কংগ্রেসকে আরও বেশি শক্তিশালী করার আহ্বান করেন তিনি।

বেকারত্ব বৃদ্ধি, আর্থিক অস্থিরতা, কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে কেন্দ্রে বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এই সমাবেশে ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। এদিন কার্যত মনমোহনের সুরেই সুর মিলিয়ে দেশ বাঁচানোর জন্য সংগ্রামের ডাক দিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় ধরে দেশের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। দেশকে বাঁচাতে হলে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। বেকারত্ব বৃদ্ধির হার আগে কখন এমন পর্যায় বৃদ্ধি পায়নি। কৃষক এবং ছোট ব্যবসায়ীরাও ভাল নেই।

আক্রান্ত গৃহবধূর বক্তব্য শুনল মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। গত ১২ই ডিসেম্বর রাজধানীর বাইপাস সংলগ্ন মহেশখলায় স্বামীর দায়ের আঘাতে স্ত্রী সোমা দেবনাথ আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরবর্তীতে এলাকার প্রধানের মাধ্যমে থানা স্বামী অঞ্জন দেবনাথের উপর মহিলা নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং এলাকাবাসী তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তোলে দেয়।

শনিবার ১৪ ডিসেম্বর রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামী আহত সোমা দেবনাথকে দেখতে জিবি হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সোমা দেবনাথের সঙ্গে কথা বলে তার খবরাখবর নেন। তিনি বলেন, প্রতিটি পরিবারেই কিছু না কিছু মতানৈক্য থাকে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায়ই সেই গুলি সমাধান করতে না পারলে তা পরবর্তীতে বৃহত্তর আকার ধারণ করে। সেক্ষেত্রে মহিলা কমিশনে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা আছে বলে তিনি জানান।

সিএএ নিয়ে দাঙ্গায় উস্কানি দিচ্ছে কংগ্রেস, দাবি অমিতের

গিরিডি(ঝাড়খন্ড), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে (সিএএ) কংগ্রেস মুসলমান বিরোধী বলে প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু এই বিল মুসলমান বিরোধী নয়। শনিবার ঝাড়খন্ডের গিরিডিতে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই ভাষায় সকলকে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন গিরিডিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সাধারণ মানুষকে উস্কে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে কংগ্রেস। হিন্দু-মুসলমান নিয়ে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে যাওয়া কংগ্রেসের মুখোশ খসে পড়েছে। অপপ্রচার চালিয়ে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দেশে এখন মৌনী বাবার (মনমোহন সিং) সরকার চলছে না। জনগণে জনাদেশের পরে দেশে এখন শক্তিশালী নরেন্দ্র মোদীর সরকার চলছে।

এদিনের নির্বাচনী জনসভা থেকে উত্তরপূর্বের সাধারণ মানুষদের আশ্বস্ত করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'বিরোধীরা উত্তরপূর্বে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি গড়ে তুলতে চাইছে। অসম সহ উত্তরপূর্বে সবকটি রাজ্যের মানুষদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক পরিচয় এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা হবে না। এগুলির উপর কোনও ভাবেই আঁচ আসতে দেওয়া হবে না।' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ বজায় রেখে তিনি জানিয়েছেন যে বহু বছর ধরে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানদের নামে রাজনীতি করে এসেছে। মাওবাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে বরাবর আস্কারা দিয়ে এসেছে কংগ্রেস। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাসবাদ দমন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ঝাড়খন্ডের উন্নয়ন নিয়ে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং ওয়ানাডের সাংসদ রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের আমলে পাঁচ বছরে ঝাড়খন্ডের জন্য ৫৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছিল। অন্যদিকে মোদী সরকার পাঁচ বছরে তিন লক্ষ কোটি টাকা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য দিয়েছে। রাজ্যের বিজেপি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, দেওঘরে এইমস তৈরি করা হবে। দুই বছর পর চিকিৎসা করার জন্য আর বাইরে যেতে হবে না। সমাজের অনগ্রসর মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে বিজেপি সরকার। ভগবান বিরসা এবং দানা ভগতের নামে স্মারক তৈরি করেছে বিজেপি সরকার। গরিবদের জন্য বাড়ি এবং রান্নার উনুন সবের ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী করেছে। একমাত্র বিজেপি সরকার গরিবদের কথা ভেবেছে। ৭০ বছর ক্ষমতা থেকেও গরিব আদিবাসীদের জন্য বিদ্যুত বা বাড়ির চিন্তা করেনি কংগ্রেস।

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে কংগ্রেসকে তোপ দেগে এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ জানিয়েছেন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য সন্ত্রাসবাদীদের আগলে রেখেছে কংগ্রেস। ইউপিএ-র আমলে জঙ্গিরা সেনা জওয়ানদের মুণ্ড কেটে নিয়ে চলে যেত। কিন্তু পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার ১০ দিনের মধ্যে এয়ারস্ট্রাইক করে জঙ্গিদের যোগ্য জবাব দিয়েছে ৫৬ ইঞ্চের ছাতি।

মাওবাদ দমনে বিজেপির সাফল্য তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের সরকার মাওবাদকে মাটির তলায় পুঁতে দিয়েছে। মাওবাদকে শুধুমাত্র মোদীই রুখতে পারে। কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা সুযোগ পেয়ে রাজ্য থেকে সমস্ত কিছু লুঠ করে দিল্লি নিয়ে গিয়েছে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি পরিবর্তন

রাহুল গান্ধী কখনও সাভারকার হতে পারবেন না, দাবি সম্বিতের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রামলীলা ময়দানে ''ভারত বাঁচাও'' সমাবেশ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। এবার পাল্টা ওয়ানাডের সাংসদের বিরুদ্ধে মুখর হলেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র। তেলেঙ্গানা ধর্ষণকাণ্ড এবং উন্নাও-তে ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার পর ভারতকে ''রেপ ইন ইন্ডিয়া'' বলে অভিহিত করেছিলেন রাহুল গান্ধী। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার সংসদে সরব হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদেরা। তাঁরা ওয়ানাডের সাংসদকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শনিবার রাহুল গান্ধী ভারত বাঁচাও সমাবেশে বলেছিলেন, 'সত্যি কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইব না। আমার নাম রাহুল সাভরকর নয়। রাহুল গান্ধী।' আর এরপরেই ওয়ানাডে সাংসদ তথা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হয়ে সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধী কখনও সাভারকার হতে পারবেন না।

সম্বিত পাত্রর কথায়, বীর সাভারকার একজন দেশভক্ত বলিদানী ছিলেন। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলেছে রাহুল গান্ধী। বীর সাভারকারের ব্যক্তিত্বের ধারেকাছেও যেতে পারবেন না তিনি। রাহুলের লজ্জা হওয়া উচিত। হাজারটা জন্ম নিলেও রাহুল কোনওদিন সাভারকার হতে পারবে না। মেক ইন ইন্ডিয়ার সঙ্গে রেপ ইন ইন্ডিয়ার যারা তুলনা করে তাদের অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়া উচিত। শালীনতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে রাহুল। উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন ভারত বাঁচাও সমাবেশের আয়োজন করে কংগ্রেস। এই রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কার গান্ধী বঢরা, সোনিয়া গান্ধী।

এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে গুরত্বারোপ শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু শিখতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। ছেলেমেয়েদের ভাবতে শেখায়। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে মেধারও বিকাশ ঘটে। প্রতিনিয়ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। আগামী প্রজন্মকে সঠিক নিশানায় নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিযোগিতা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এইচআইভি এইডস ২০১০ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে এইচআইভি'র সংখ্যা কমছে বলেও তিনি দাবি করেন। এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, মণিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডে এইচআইভি দিন দিন বেড়ে চলেছে বলেও উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৮৪ শতাংশ এইচআইভি'র সংখ্যা ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এসব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে আসছে। এইচ আই ভি'র সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনকে প্রয়োগন ভিত্তিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘুমের মধ্যেই চলে গেলেন অলিম্পিকে বিশ্বরেকর্ডকারী পিটার স্নেল

নিউ ইয়র্ক, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঘুমের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন পিটার স্নেল। অলিম্পিকে তিনটি সোনাজয়ী পিটার। বৃহস্পতিবার টেক্সাসে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি এই মিডল ডিসট্যান্স রানার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। পিটারের স্ত্রী মিকির বন্ধু রন পালেনস্কি সংবাদ মাধ্যমকে মৃত্যুর খবর জানান। নিউজিল্যান্ডের সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট পিটার স্নেলের ঝুলিতে রয়েছে তিনটি অলিম্পিক সোনা। যার মধ্যে দু'টি ৮০০ মিটার এবং একটি ১৫০০ মিটার দৌড়ে। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য একই অলিম্পিকে ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে স্নেলের সোনা জয়। ১৯২০ পরবর্তী সময় একমাত্র দৌড়বিদ হিসেবে একই অলিম্পিকে এই দু'টি বিভাগে সোনা রয়েছে কেবল স্নেলের ঝুলিতেই। ১৯৬০ রোম অলিম্পিকে কেবল ৮০০ মিটারে সোনা জয়ের পর ১৯৬৪ টোকিও অলিম্পিকে ৮০০ ও ১৫০০ মিটার উভয় ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপি সাংসদের গাড়ি ভাঙচুর, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বনগাঁ, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : বারাসতের কাজিপাড়ায় বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের গাড়িতে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। শুক্রবার রাতে কাজিপাড়ায় আটকানো হয় বনগাঁর সাংসদের গাড়ি। গাড়িতে চড়, থাপ্পড় মারতে থাকে স্থানীয় কয়েকজন। যদিও সেই সময় গাড়িতে ছিলেন না সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। গাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। শান্তনুকে আনতে বিমানবন্দরে যাচ্ছিলেন তিনি। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন সাংসদ। গন্ডগোলের পরই দ্রুত গাড়ি নিয়ে এলাকা ছাড়েন সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী। শান্তনুকে নিয়ে গাইঘাটায় ফেরেন তিনি। পরে রাতেই গাইঘাটায় তাঁর গাড়িতে হামলা প্রসঙ্গে মুখ খোলেন শান্তনু ঠাকুর। গোটা ঘটনায় তৃণমূলকেই দায়ী করেছেন বনগাঁর সাংসদ। জেলা তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মদতেই গাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ শান্তনু ঠাকুরের। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গাড়িতে হামলার অভিযোগে সরব হন শান্তনু। যদিও বিজেপি সাংসদের তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। বনগাঁর সাংসদের গাড়িতে হামলায় দলের কারও যোগ নেই বলে দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।